দীপান্বিতা

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

প্রাপ্তিস্থান

বরদা এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
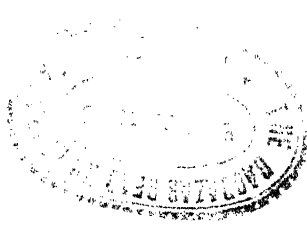
গত পাঁচ-বৎসরের মধ্যে যে কবিতাগুলি লিখিয়াছি, তাহাদের ধিকাংশই 'প্রবাসী' 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'উত্তরা' 'প্রগতি' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কবিতাগুলির একটি সুর-সমতা রাখিয়া সে গুলিকে এই গ্রন্থে নিবিষ্ট করিলাম।

কয়েকটি হিতৈষী বন্ধুর সহায়তা না পাইলে নানা কারণে আমার পক্ষে সময়ের মধ্যে বইখানি বাহির করা দুঃসাধ্য হইত। 'নাটমন্দিরে'র কবি যুক্ত সুবোধ রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল আমাকে প্রেস-সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য রিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

শিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ প্রচ্ছদ-পটখানির পরিকল্পনাকে মূর্ত্তি য়াছেন; তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মিত্র প্রচ্ছদ-লিপিখানির ন্দর্য্য-সাধন করিয়াছেন; সেজন্য তাঁহাদিগকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ নাইতেছি।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

সূচী

'বিস্মরণী'র কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

কর-কমলেষু,

স্নিগ্ধ ছায়া-তরু-তলে ফিরিছে কে বালকের মতো—
কল্পনায় মধু চুষি' ভোলা আত্মহারা,—
আমারি গাঁয়ের পথে তা'রে হেরি—চলিছে নিয়ত,
নব মধুচ্ছন্দা সে কি,—ছুটায়ে ফোয়ারা?
ব্যথায় বিবর্ণ মুখ,—পুরাতনী স্বপ্ন বহে বুকে,—
হেরে দূরে জনহীন সবুজ শ্মশান!
ধ্যানে কা'র মূর্ত্তি ধরি' রহিলো না অনায়াস সুখে
ফেরে তা'রি মন্ত্র জপি' সারা দিনমান!

সারা দিনমান তা'রি ছায়া হেরি চিত্ততলে মোর—
ধীরে ধীরে সঞ্চরিছে আনন্দ-মন্থর।
সে ত 'বিস্মরণী' নয়—স্মৃতি-তীর্থ, শান্ত প্রীতি-ডোর;
তা'রি সাথে উঠে গান, সুন্দর, সুন্দর!

গোকুলনগর, দেবগ্রাম,
নদীয়া, কার্ত্তিক-সংক্রান্তি, ১৩৩৫

* * *
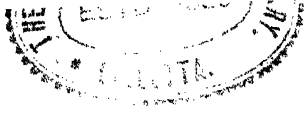
। সে অসীম আঁধার বিথারি' কালো এলোচুলে মালতী-মালা—
গোধূলি-বেশিনী কে সেই বালা ?
বন-পথ-স্মৃতির বেদনা স'ীথির সীমায় কে দিলো রাখি !
অস্ত-মেঘের মিনতি মাখি'
আনতা বধূটি এলো কি আনীল-তারকা-আঁখি !
র জাগিলো অথির দেবতা—এলো সে আমার সোণার সীতা !
মরম-চাকিতা দীপান্বিতা !

আলো হ'য়ে যায়, আলো হ'ল হায়, অনাদি আঁধার দিনের তীরে
ভুলিব কেমনে সে তটিনীরে ?
কল-কঙ্কণে চল-কিঙ্কিণী বাজা'য়ে চলিলো নটিনী-রাণী—
ভাষা-আশা-গান সে দিলো আনি ;
বুঝি বা রুধিলো অধীর মরণে আঁচল টানি' ।
আজি তা'রি বাঁশি বাজাইবে কবি—সে কি রঙ্গিলা মানস-মিতা !
অভিসারিণী গো দীপান্বিতা !

ঝর-ঝর ঝরিলো কি বারি, থর-থর-থর কাঁপিলো হিয়া
মধুর আবেশে আন্দোলিয়া !
দিবসের হারানো ব্যথা কি মূরছি' পড়িলো মরম-তটে !
করুণ রাগিণী সে ছায়ানটে
চাঁদিনী নিশায় কাঁদিয়া কপোত বেদনা রটে !
র সোহিনী গাহি শুধু তাই—হৃদয়ে জ্বলিছে স্মৃতির চিতা !
মরম-মোহিনী দীপান্বিতা !

আজি বসি' তাই রক্ত-আখরে রচিনু স্বপন ; স্বপনে গাহি.
কোথা'সে তরণী—সরণী বাহি।
বাধা জাগে তাই নাচিছে পরাণ—ঈশান-কেশর-বাসিনীসম ;
কঠিন ভ্রূকুটি কি মনোরম !
অধীর আঘাতে ফুটিবে জীবন আদিমতম।
মাতিয়া উঠিব দূরেরি নেশায় ; অপরাজিতা সে অপরিচিতা !
তিমির-বধূ গো দীপান্বিতা !

কবে গঙ্গার তীরে তীরে ভোরে অনুসরি' ফিরি মনেরি মনে ;
শেফালি-ঝরায় সঙ্গোপনে।
মাঠেরি বিরহ বেজেছিলো বুঝি রৌদ্র-ঝিমানো বটেরি ছায়ে ;
সোনালি ঘুঙুর রণিছে পায়ে—
শ্যামল পরশ-বুলানি আঁচল সকল গায়ে—
আসিলে আজো কি মধুরিকা সখি, নিখিল জনের মানস-নীতা !
কবিতাময়ী গো দীপান্বিতা !

তারকা-ঝরোকা খুলি' এলে কবে অকবি-জনের মরম
আজো সে পরশ ভুলিনি ব'লে
শিরায় শিহর জাগে অহরহ—পরাণ উথলে নবনী-স্নেহে
উতল, অধীর, মদির দেহে,
সোণারি সারঙ্ বাজিছে গভীর হৃদয়-গেহে ;—
নব দীপমালা সাজা'য়ে এলে কি জ্যোতি-ঝলমল অপর
মানস-বধূ গো দীপান্বিতা !

জ তিমিরের বক্ষের তলে গৃহলক্ষ্মীর শান্তিটিরে
লীলা-সলিতায় আনিলে ধীরে !
ায়ে রাখিলে কোটি কোটি দীপ নিশীথ নীরব আলিসা-পাশে ;
জানি না কত না মধুর আশে
তারকার বাণী পবনে যেন গো ভাসিয়া আসে !
-শিরে-শিরে শিশিরের মোহ ; বহিয়া জীবনে নবীন গীতা
এলে তুমি অয়ি দীপান্বিতা !

তোমারি আলোক-উৎসব চলে শশীহীন আধো আঁধার মাঝে
জানি না ত হায় কিসের লাজে
থমকি' থেমেছ মাঠ-পরপারে ঝিল্লী-নূপুর মুখর নহে !
মৌন বেদনা নীরবে বহে।
ঘন-কম্পনে সে দেহ-লতিকা শিহরি' রহে।
কিসের লাগি' সে সুখ-শিহরণ কহ' তুমি কা'র পরশ-ভীতা,
শেফালির সখী দীপান্বিতা !

মারে হেরেছি কিশোরী বালিকা,—দীপের মালিকা পরেছ গলে ;
সুনিবিড় কালো বুকের তলে
বাণী মুরছি' ছিলো গো একদা, আজি সে রুচিরা আতুরা বড়
কোমল মাধুরী মধুরতর।
কালো কেশপাশে অনাদি আঁধার নিবিড়তর।
াথা' সে তরুণ বল্লভ তব, শীত-সমীরের পরশ-প্রীতা,
মিলন-ব্যাকুলা দীপান্বিতা !

হায় গো তামসী, তোমারি লাগিয়া আকাশে আতশ খেলিছে
চিরদিবসের মানস-হরা!
কি বেশে এসেছ অমা-নিশীথিনী, রমারে হেরিনু তোমারি ?
সুমোহন বেশে মধুর হাসে।
অলখ-সেতারে গুঞ্জন তা'র মরমে আসে।
সে আদিকালের গভীর আঁধার নব বধূবেশে সলাজস্মিতা-
তিমিরময়ী গো দীপান্বিতা!

তোমারি মাঝারে হেরি ছায়া যা'র, মনে হয় সে যে বাসিত ভালো।
পরাণে ফুটা'ত করুণ আলো!
শিহর-আতুর কর-কিশলয় আজো যে জাগিছে মরম-তলে;
বিবশ হিয়ার কুসুম-দলে,
কেবা সে গোপন মরমী পবন নীরবে চলে!
সুনিবিড় তব গুণ্ঠন-তলে নহে সে কিশোরী অপরিচিতা,
তিমিরময়ী গো দীপান্বিতা!

আজি মনে হয় হেরেছি তাহারে পরাণ ভরিয়া কত-না দেশে
কত বেদনায়, কত-না বেশে!
তাহারি কাঁকণ বেজেছে আমার নিশীথ-দুয়ারে ঝিল্লী-সাথে
নিদ্রাবিহীন নিথর রাতে,
চমকি' জেগেছি বেদনা-বিভোল শারদ-প্রাতে!
তোমারি আঁচলে ঢেকেছে আনন, সে যে চিরদিন অপরাজি
দীপান্বিতা গো দীপান্বিতা!

আমার মানস-শতদল-তলে
মক্ষি-রাণী,
কি ধূপ-দহনে উঠিবে জাগিয়া
জানি গো জানি।
যে দীপ-শিখারে জ্বালা'য়ে ধরিব
পরাণ-পণে,
শিরায় জাগিবে শিহর তাহার
পরম-ক্ষণে!

সারা বিশ্বের কলভাষা পশে
শ্রবণে তব।
কত ধূপ দহে কত কামনায়
কেমনে ক'ব?
কত সঙ্গীত কত-না মালিকা
হ'য়েছে গাঁথা।
একটি গোপন মরমে তোমার
আসন-পাতা।

কত জীবনের কত মধু-ধারা
মিলেছে এসে;
কত উন্মন উদাসী মিলেছে
উদয়-বেশে!
সোনার গোধূলি কহিছে যেথায়
দূরের বাণী—
মহিমায় সেথা বিরাজিছ মোর
মক্ষি-রাণী!

বন্দিনী সে নারী

বন্দিনী সে নারী

লক্ষ কোটি নাগ-পাশ অপসারি' অনায়াসে, মুক্ত হ'বে কবে ?
প্রথম মোচন-গান প্রভাত-সঙ্গীত সম ধ্বনিবে ভৈরবে !
বক্ষের পঞ্জরে মোর মুক্ত তা'র কল-ভাষা সবেগে সঞ্চারি'
অবাধ উদ্দাম ভঙ্গে বন্ধ অপসারি'
মেখলা-চঞ্চল নৃত্যে সঞ্জীবনী প্রাণময়ী ধারা,
সুদূর সিন্ধুর গানে যেন আত্মহারা,
বিকশিবে আপনার নবীন যৌবন-রূপ পূর্ণ সুরে তা'রি—
মানস-গহন-তলে শৃঙ্খল-পীড়িত-দেহা বন্দিনী সে নারী !

দীপান্বিতা

মক্ষি-রাণী

মধু-সন্ধানী জীবন খুঁজি'ছে
হৃদয়-সাথী ;
তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন তাই
দিবস-রাতি।
শুধু ঘুরে মরি, গান গেয়ে যাই
পথের 'পরে ;
কোমল কমল-পিয়াসী পরাণ
দহিয়া মরে।

কহ' কহ' মোরে মৌন-আননা,
কি ভাষা মনে !
বিবশ দিবস রসহীন বৃথা
অন্বেষণে !
যে ছবি হেরিব নয়নে তোমার
আবেশ-ভরা,—
দুগ্ধ-সরিতে স্নান-শেষে যেন
হাসিবে ধরা !

তা'রে নাহি পাই ; বৃথা গান গাই
জীবন ভরি'।
ভাবি মনে হায়, কবে হ'বে শেষ
এ শর্ব্বরী !
শুধু দিশাহারা অমানিশা জাগে
তৃষার সাথে।
তরুণ জীবন-অরুণ উঠে না
মধুর প্রাতে।

ভাবি মনে তুমি অপর্ণা কি গো
তাপসী কৃশা !
ধুতুরার ফুলে গিরি-রাজ-সুতা
পেয়েছে দিশা !
সারা প্রাণ ভরি' শুধু গৈরিক,
সে উদাসিনী—
তপোমোহ-ঘোরে ভুলে সে কামনা ;—
তাহারে চিনি।

চিরদিবসের গুণ্ঠন-মাঝে
পলক লাগি'
চাহ' চাহ' ওগো করুণ-আননা
সহসা জাগি' !
সে আঁখি হেরিয়া জীবনে আমার
ঘনা'বে মায়া।
ধূসর ঊষর মরুরে ঘিরিবে
মেঘের ছায়া !

অশ্রু নাহি হেরি।
সে দু'টি কমল-নেত্রে লুপ্ত উৎস বেদনার। রক্ত যেন ঝরে!
সন্ধ্যাম্লান সূর্য্যমুখী, তুহিন-বিশীর্ণ-কান্তি; কল-গীত-স্বরে
জাগে না জাগে না আর। ক্ষীণ তনু ঘেরি'
বিষাদ প্রসারে ছায়া। পথে পথে বাজিছে প্রস্তর;
উপল-বিষম-গতি বিলীন তটিনী যেন—দুশ্চর দুস্তর
বাধা-সিন্ধু বিক্ষোভিছে— দিগন্ত-চুম্বিত-সীমা! রণিছে শৃঙ্খল;
শক্তি নাই, শক্তি নাই; মুক্তি তা'রে দিবে কিসে ব্যথিত বিহ্বল!

পাথার-পারের দেশে সুদুর্গম দুর্গ-শিরে, রুদ্ধ কক্ষতলে,
বন্দিনী সে নহে নহে অনায়াস-জড়তার ভারে।
বিবশ দিবসগুলি যাপে না সে আলস-আবেশে,
চিরমুগ্ধা নায়িকার বেশে!
রাজার তনয়-স্বপ্নে মগ্না নহে অনুদিন। তাই বারে বারে
মসৃণ পথের রেখা লুপ্ত হয় চিরতরে। স্তব্ধ বক্ষতলে,
কর্ম্মের বাণীরে শুনে লগ্নপাণি নতনেত্রা মৌন অশ্রুজলে!

সে মোর বন্দিনী প্রিয়া—দিনে দিনে তা'রি লাগি' পথ অতিবাহি,
কণ্টকে বিক্ষত পদ, তৃষায় আতুর কণ্ঠ, দিশা নাহি নাহি।
অতীত পথের পানে বারে বারে ফিরে ফিরে চাহি।
দুর্ব্বহ বহন-ভারে পরিম্লান জীবনের ডালি
কেহ না লইবে তুলে। শুধু ধূম, শুধু শিখা, ভস্ম আর কালি—
তা'রি মাঝে পথ-রেখা আঁকি।
বিপুল বন্ধন-পিষ্ট ধূলিজাল উড়াইবে না কি
সুদূর ঈশান-লীন, অধীর, ধূমল-দেহ হে কাল-বৈশাখী!

ভাবি তাই রিক্তপ্রাণ, বিত্তহীন, ব্যর্থ, অর্ঘ্য দিয়া
সকল প্রয়াস-শেষে তোরি তরে দুঃখ-স্বর্গ রচি' দিব প্রিয়া!
অমৃত-কমল কবে উন্মেষিবে নিষ্পেষিয়া মোরে,
তাহারি পরাগ-মধু ব্যথাস্মিত তোমারি অধরে
সমর্পিব,—হেন স্পর্দ্ধা চিত্ত-তলে রহি' রহি' বাঁধে নাই বাসা
দুর্ব্বার পীড়ন-ত্রস্ত এ বন্দী-জীবন ভেদি' অঙ্কুরিত আশা
কত বার দগ্ধ হ'ল, ব্যর্থ হ'ল কতবার। হে বন্দিনী প্রিয়া,
আমার জীবনে তাই তোমার অর্চ্চনা হ'বে ম্লান মাল্য দিয়া।

সে মালা তোমারি কেশে দোলাইব পলকে পলকে।
তা'রি ডোর-বন্ধে-বন্ধে কেয়ূর-নূপুর দিব রচি';
পরাইব কণ্ঠে তা'রে কনক-মালিকাসম। ঝলকে ঝলকে
উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোতে অলক্তক দিব যে বিরচি'।
ঊষার সলাজ দৃষ্টি অর্পিবে আননে মোর, হে বন্দিনী প্রিয়া,
দহন-বিশীর্ণ-প্রাণ-বিনিময়ে মুক্তি তব লইব জিনিয়া!

উদাসিনী প্রিয়া

উদাসিনী প্রিয়া চাহে না আমার কোমল পরশটিরে।
কালো কেশে দিনু নবীন কুসুম, ফেলিলো নয়ন-নীরে!
কণ্ঠে দোলাই যে মণি-মালিকা, তা'রে রাখি' দেয় তুলে ;
বাতায়ন-পাশে বসি' একাকিনী চম্পক-অঙ্গুলে,
অধীর বীণায় আনে গুঞ্জন ; যেন ঘন কালো নীরে
নীরবে ঘনায় অনাদি আঁধার তা'রি সুরে ধীরে ধীরে।

কি আলো তাহারে করে উন্মাদ আজি এ বিজন-পুরে,
ভোরের পবন কি বাণী জানায় নব টহলের সুরে!
চাহিয়া নয়নে নাহি পাই তা'র চিরপুরাতনী দিশা ;
কি তা'র কামনা, কিবা তা'র আশা, কেমন মনের তৃষা!
সে যে চাহে দূর—আমি খুঁজি সুর জীবনের পথে ঘুরে।
মাতি' উঠে মনে চিরচঞ্চল ফিরে যাই দূরে দূরে।

বাড়ে ব্যবধান। ভুলে যাই মনে কি আর রয়েছে বাকী
উদাসী বাতাস ফিরে চারিপাশ গুমরিছে থাকি' থাকি'।
ক্ষণে ক্ষণে জাগে নবীন বাসনা নব মুকুলের মত,
নূতন করিয়া করিব আপন হারানো বেদনা যত।
উতল জীবন-দোলা লাগে প্রাণে ; মুখর মনের পাখী
কলভাষে করে আলোকে সিনান। পিঞ্জর দূরে রাখি।

উদাসিনী প্রিয়া কেশ আকুলিয়া কত যুগ-যুগ ধরি'।
নীরবে মরিছে দখিণা বাতাস ; হেনা পড়ি' যায় ঝরি'।
আকাশের শশী আছে বসি' যেন কবে সে জাগিবে বলি' !
করুণ নয়নে চপল হাসির বিভাটি উঠিবে ঝলি' !
রাঙিবে কপোল ; নব কল্পনা-মঞ্জরী উঠে ভরি'।
উদাসিনী মোর বিরহে রচিছে মিলনের শর্ব্বরী।

খেয়াল-খুশী

আজি কি খেয়াল খেলিছ বসিয়া
চন্দ্রাননে,
কিসের খুশীতে হাসি ভাসি' উঠে
তোমার মনে!
তোমার চোখের চপল চাহনি
ভুবন ঘিরে;
খেয়ালে ফুটা'লে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে!

তোমার খেয়ালে জীবন আমার
উঠিলো রাঙি'।
তোমার খুশীতে হাসি ভাসি' উঠে
বাঁধন ভাঙি'।
কলভাষে তব আশা জাগে প্রাণে
গোপনে ধীরে,
খেয়ালে ফুটালে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে!

যেথা নিশিদিন শ্বসি' উঠে বায়ু
উদাস-গীতে,
বহা'লে সেথায় মলয় পবন
অপরিচিতে!
কাননে কাননে যেথা অলিকুল
হতাশে ফিরে,
সেথায় জাগালে খেয়ালে হৃদয়-
পদ্মটিরে।

তাই মনে হয় খেয়ালে জাগিছে
চন্দ্র-তারা।
খেয়ালে ঝঞ্ঝা ঘুরিয়া মরিছে
বাঁধন-হারা।
কোন্ সে খেয়ালী, খুঁজে ফিরে তা'রা
ব্যাকুল বেগে!
নিয়মিত হ'ল গ্রহ-তারা তা'রি
আঘাত লেগে!

কাঁদি' ফিরে যবে নিঃস্ব পরাণ
বিশ্ব-মাঝে ;
চল-চরণের মঞ্জীর-ধ্বনি
খেয়ালে বাজে !
ছায়া নামে তাই—শ্যামলবরণী
স্নিগ্ধ ছায়া ;—
জাগি' উঠে গান। তৃপ্ত মরমে
জাগিছে মায়া।

খেয়াল-খুশীতে হাসিতে ভাসিতে
নিয়ম ঘুরে।
সৃষ্টি জাগিছে খেয়ালে কাহার
শূন্য জুড়ে।
প্রবাহ আনিয়া শুষ্ক জীবন-
সরসী-নীরে,
খেয়ালে ফুটালে আমার হৃদয়-
পদ্মটিরে !
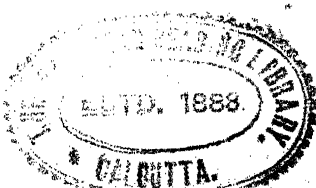
লীলা-কমল

এ লীলা-কমল দোলা'ব তোমারি বুকে—
নব নব কৌতুকে !

কোমল মৃণাল মৃণাল-ভুজের পাশে ;—
শঙ্খ-গ্রীবায় সরসী-সুরভি নিয়া
সারা তনুখানি ব্যাপিয়া মধুর হিয়া
সরোজ-কিশোরী ফিরিবে তোমারি আশে ;

বাহির-বাঁধনে পারি না বাঁধিতে তোরে।
কোমলা তোমায় বাঁধিব কমল-ডোরে।

অস্ফুট কোরকে রেখেছি প্রাণের তৃষা—
শেফালি-গন্ধ-মিশা।
কাশের হাসিটি সুদূর-বিসারী মাঠে ;
চপল মেঘের কাজল বরণখানি,
বরষা-শেষের তৃণের আসন আনি'
বিছা'য়ে রাখিব যতনে হৃদয়-পাটে।

নলিনী-দলের সবুজ শয্যা 'পরে
অতসী-কুসুম সাজাইব থরে থরে।

উশীর-লেপনে স্নিগ্ধ কুচের চূড়া ;
লোধ্র-কেশর-গুঁড়া,
পাণ্ডু কপোলে, আনত আঁখির নীচে,
যে মোহন মায়া চকিতে উঠিছে দুলে,—
পূর্ণা তটিনী যেন কলরোল তুলে ;—
সে মেঘ-মায়ার সকলি নহে ত মিছে !

প্রাচীন দিনের প্রসাধনে তাই প্রিয়া,
সাজা'ব তোমায় এ লীলা-কমল দিয়া !

কদম-কুসুমে আজি

কদম-কুসুমে আজি প্রিয়ারে সাজায়ে দাও বাদল-দিনে।
শ্রাবণ-মেঘের মতো হারানো হৃদয় তা'র লওগো জিনে।
কত রাতি কত দিন চলিছে বিরামহীন বিফল কাজে;
আজি এ মিলন-দিন বিরহে বিবশ-করা আর না সাজে ;
আঁধার গগনতল ঝরিছে নয়ন-জল ;
বেদনাবিধুর হিয়া সদা করে টলমল ।
বিফল জীবন আজি সফল করিয়া লও প্রিয়ারে চিনে।
কদম-কুসুমে আজি তাহারে সাজায়ে দাও বাদল-দিনে।

সুদূর অগম পথ অচল জীবন-রথ কিসের লাগি' ?
পথিকজনের হিয়া আজি ফিরে সচকিয়া কাহারে মাগি'
জানো না জানো না হায়, দিনগুলি চলি' যায় দিনের পি
ভাবনা-সাধনা সব কিসের লাগিয়া যেন হইল মিছে !
আজি কেন অকারণে মনের গহন বনে,
একেলা কাটাও দিন ব্যাকুল বিষাদ-সনে !
কেতকী-সুবাসে তা'র সুরভিত করো কেশ রজনী জাগি'
সুদূর অগম পথ অচল জীবন-রথ কিসের লাগি' !

আজি পাশে বসি' তা'র বাহু-ডোরে পড়ো বাঁধা শ্রাবণ-রাতে !
অবিদিত-গত-যাম রজনী চলিবে কিরে ঘুমের সাথে !
প্রিয়ার মরম-পাখী মরম-কুলায়ে তব পশিবে ধীরে।
কানে-কানে কহ' তা'র পরশি' কপোল দু'টি চাহ'গো ফিরে !
সরম-জড়িত সুর ভরিবে পরাণ-পুর ;
সুদূর হইতে কানে মিলন-বাঁশীর সুর
পশিবে পশিবে ধীরে আঁধারের বুক চিরে হরষ-সাথে।
প্রিয়ারে লওগো চিনে আজি পাশে বসি' তা'র শ্রাবণ-রাতে !

বহুদিন হ'ল হায়, চলেছ জীবন-পথে ; চাহ'নি ফিরে !
কতনা মিলন-ক্ষণ বৃথাই চলিয়া যায় গোপনে ধীরে !
আজি এ বরষা-রাত যাপ' যাপ' প্রিয়া-সাথ সকল ভুলি'।
এ কাল-সাগর-তটে নাহি নাহি মিলনের মুকুতাগুলি !
তাহারা অতল-তলে নীরবে রহিয়া জলে
গভীর গাহন করি' আপন মানস-জলে,
যে জন পায় গো তা'রে, সে জন পরম ধনী সাগর-তীরে।
আজি সে মিলন-দিন ; প্রিয়ারে সাজায়ে দাও চাহ' গো ফিরে।
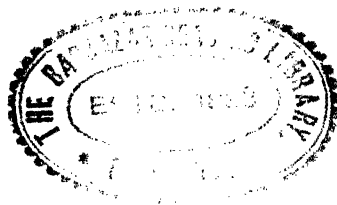
সন্ধ্যামণি

আজিকে দিবস-শেষে সন্ধ্যামণি, হেরিলাম তোরে—
হরিৎপল্লবতলে অস্তরাগ-রক্তিম তনিমা,
মৃত্তিকার নবীনা দুহিতা।   দূর গ্রামসীমা
নব বারি-ধারা-ধৌত ধরণীর অঞ্চলের ডোরে,
শ্যামল তৃণের গন্ধে ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে শিহরি'।

রজনীগন্ধার বনে পুষ্পময় যূথিকা-জালকে,
স্নিগ্ধা তরু-লতিকার কোমল পল্লবে,
সমীর-পরশে যেন জাগে থরথরি,
পূর্ণতার কোমল মাধুরী।   তা'রি মাঝে পলকে পলকে,
সন্ধ্যার গুণ্ঠিত ছায়া ধীরে হেরি আসিছে ঘনায়ে ;
আজিকার শান্ত মৃদু বায়ে,
মৃদুতর গন্ধ তব সন্ধ্যামণি, বিলাও বল্লভে !

প্রিয়ার আননে তোরে হেরিলাম সন্ধ্যার মণিকা,
একদা দিবস-শেষে শান্ত দীপশিখা
স্নিগ্ধ তা'র জ্যোতিটিরে দিলো প্রসারিয়া।
আঁধার-আলোক-তলে মূর্ত্তি তা'র পড়িলো নয়নে ;—
শ্যামল পল্লবে যেন সন্ধ্যামণি উঠেছে ফুটিয়া,
প্রেম-রাগ-রক্তিমা বল্লরী ; ম্লান আলো কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।

চুম্বন চাহিনু যবে, ত্রস্তা, ভীতা আনন্দ-লতিকা
সমীর-গুঞ্জনে যেন উঠিলো চমকি' !
দাঁড়ালো থমকি'
সহসা জগৎ মোর ক্ষণমাত্র পলক স্মরিয়া।
সর্ব্ব স্তব্ধ অন্ধকার-রন্ধ্র-পথ দিয়া
প্রতীক্ষার রুদ্ধ ব্যথা মর্ম্মে মোর উঠিলো গুমরি'।

টানি' তা'রে বক্ষ 'পরে,
অধরের মৌন ভাষা রাখি' দিনু সস্মিত অধরে।
অমনি শিহরি'
মুদিলো নয়ন-দু'টি। খ'সে যায় কবরী-গুণ্ঠন ;
হেরিনু মোহন,
সদ্য সে অলক-বন্ধে সূত্রহীন অনিন্দ্য গ্রন্থনে,
সন্ধ্যামণি, বন্ধ তুমি অন্তহীন প্রেমের বন্ধনে।

মাটির প্রদীপ

আজি হেরি কুঞ্জতলে প্রস্ফুটিত দোপাটির বনে,
ঝরা ফুল-পল্লবের পাশে,
নবোদ্গত তৃণদল মঞ্জরীর ব্যগ্র আশাটিরে
সঙ্গোপনে মর্ম্মতলে রাখিছে লুকায়ে।
শেফালির শ্যামদেহে কুসুমের নব সম্ভাবনা ;
গগনে গগনে চলে স্বজনের নবীন জল্পনা।
ক্লান্ত কায়ে পরশ বুলা'য়ে
নির্ম্মল শারদ বায়ু প্রবাহিছে ধীরে। নীলাকাশে,
চপল মেঘের দল। বিকশিছে কাশ ক্ষণে ক্ষণে।

পশ্চিম গগনে আজি নব রক্ত-সন্ধ্যার সঞ্চারে,
বিমল সরসী-নীরে সদ্যস্নান-শেষে
ফিরিছে পল্লীর বধূ, সিক্তবাসা, পূর্ণকুম্ভ বহি'—
চূর্ণালকে ছায়াম্লান ভঙ্গ জলকণা ;
নয়নে স্ফুরিছে হাসি, বক্ষতল-কমল-কোরকে
জাগে কত স্বপ্ন-সাধ, কত-না বাসনা,
কত হাসি, রসোৎসব, কত গান কত-না পুলকে
উদিছে, মুদিছে আশা। হেরি রহি' রহি'
মৌনা নিশীথিনী নামে লাজনত বেশে
আবরি' শ্যামল তনু ম্লান মেঘ-বসন-সম্ভারে।

গৃহে গৃহে দীপ উঠে জ্বলি’।
মাটির প্রদীপ—তা’র স্নিগ্ধ দ্যুতি আলিঙ্গিছে ধীরে
পর্ণকুটীরের দ্বার, নিদ্রাশান্ত স্নেহানন গুলি,
জীর্ণ ম্লান কয়টি বসন, অঙ্গনের তুলসী-মন্দির ;
তা’র পরে কাঁপি’ উঠে তীব্র বায়ে। দীপ্তি উঠি’ ঝলি’
নিবে যায়। শীর্ণ ছায়া প্রাচীর-বাহিরে
নীরব কম্পনে যেন উঠিছে ব্যাকুলি’।
ঝিল্লীর ঝঙ্কার চলে। বায়ু-শ্বাসে কাঁপে তরুশির।

বল্লভের বাহুর শিথানে,
শ্রান্তা বধূ ধীরে ধীরে পড়েছে ঘুমা’য়ে।
অবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশ, গাঢ় সুপ্তি-শিথিল বসনা ;—
ক্ষুদ্র নব দেহাধার—শিখা তা’র প্রেম-আরাধনা ;
রাত্রির বাসরে জ্বলি’ প্রিয়-বক্ষে আনন লুকায়ে,
বিশ্বের সকল ব্যথা ভুলে যায় ; রোমাঞ্চ-কঞ্চুকে
তনু-গাত্রী মুহুর্মুহু উঠে শিহরিয়া। শান্ত তৃপ্ত মুখে
মৃদু প্রভাতের বায়ে জাগে সচকিয়া,—
মাটির প্রদীপ যেন স্নিগ্ধা, শ্যামা দিবা-অবসানে।

বিদায়-দিনের স্মৃতি

সেই যে হ'ল দেখা
তোমায় আমায় বিদায় কালে ;—এই স্মরণের রেখা
রইল লেখা মনের কোণের জমাট স্মৃতির স্তূপে।
রইল চুপে চুপে।
রইল গোপন নিবিড় বেদন ; সর্‌লনাক বাণী,—
ওগো আমার রাণী !

তোমার স্যাড়ীর রক্ত-রেখা আজ্‌কে থেকে থেকে
আস্‌ছে যেন অনেক দূরের হেনার গন্ধ মেখে,
বাদল-ভেজা মেঠো পথের ব্যাকুল গন্ধ নিয়ে,
আমার বিধুর মনের মাঝে ওগো আমার প্রিয়ে !

সেই রেখাটি আমার মনে রইল জ্বল-জ্বল,
তাই-ত ছল-ছল
অকারণেই আঁখির কোণে জম্‌ছে অশ্রুধারা,
অনেক দিনের আঁটন-বাঁধনহারা।

অনেক দুখে-শোকে,
অশ্রু ছিলো কঠিন হ'য়ে। আজ সে দিবালোকে
তপ্ত হ'য়ে ঝর্‌লো, ভাবি তাই,
বিফল হ'ল কঠিন হওয়ার গোপন সাধনাই।

হায় রে আমার বিদায়-দিনের স্মৃতি,
এই কি তোমার অভিসারের রীতি ?
এই কি তোমার ব্যথার কাঁটা-হানা ?
দিন-যাপনের গ্লানির মাঝে আস্‌তে তোমার ছিল যে হায় মানা।

আবার কবে ভবিষ্যতের পথে,
তোমায় আমায় হ'বে দেখা—কোথায়, কেমন-মতে !
কেমন ক'রে চাইবে তুমি প্রিয়া,
আতুর বিধুর আশায় ভরা কোমল দৃষ্টি দিয়া !
কেমন ক'রে কাঁপ্‌বে আমার বেদন-ভরা গুম্‌রে-মরা হিয়া !

সেই বিদায়ের দিন
আমার মনে রইল প্রিয়া, রইবে যে নবীন।
বইব যত কাল
এই জীবনের কাঁদন-মাখা ব্যাকুল ব্যথার জাল,
মাঝে মাঝে হেরব তা'রি ফাঁকে,
অধীর স্মৃতি সেই দিনেরে কেমন গোপন রাখে
আপন বুকের মাঝে !
তোমার সাড়ীর রক্ত-রেখা কেমন রাগে হায় গো সেথা রাজে !
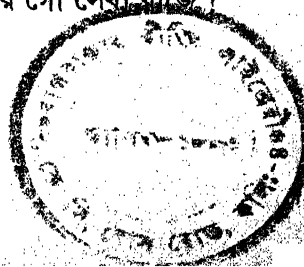
আঁধার মেঘের গায়,
তড়িৎ-সখী যেমন ক'রে চমক দিয়ে যায়,—
তেমনি ক'রে মোর পরাণের নিবিড়, ঘন মেঘে
বিদায়-দিনের স্মৃতির হাওয়া লেগে,
তোমার পাড়ের রক্ত-রেখা শুধুই চমক হানে।
আলোর বাণী নাই যে কোথা' গুম্‌রে মরি প্রাণে।

ব্যবধান

আমার জীবন-মাঝে প্রেয়সীর রূপে,
তুমি নারী চুপে চুপে,
এসেছ অর্গল খুলি' সস্মিত আননে ;
সেইদিন কাননে কাননে,
অজস্র কুসুমরাশি ফুটেছিলো আমারি লাগিয়া
প্রিয়া মোর প্রিয়া ! .

সেই সুধাহাস্যধারা, সেই তব প্রেমঅর্ঘ্যভার
জীবন-বীণার তারে তুলেছিলো কি নব ঝঙ্কার,—
আজি এ নিশাতে
স্মরি তাই। সেই শুভ্র সুকোমল হাতে
আমার বেদনারাশি, আমার এ তুচ্ছ সুখভার
কেমনে নিয়েছ তুলি' মনে তাই পড়ে বার-বার।

সেথা তুমি সঙ্গী মোর, ওগো নারী, সরম-কুণ্ঠিতা,
হে তরুণী, লাজাবগুণ্ঠিতা,
সেথা তব হৃদয়ের সুশুভ্র আসনে
আমারে দিয়েছ স্থান। প্রেম-আবরণে

আমার হৃদয়-দাহ তৃষ্ণা-ক্লেশ রাজি
সযতনে দূর করি' স্মিতমুখে দাঁড়ায়েছ আজি
আমার এ মানসের প্রতিমার বেশে,
অতি ধীরে লাজহাসি হেসে!

রয়েছ হৃদয়ে। তবু, ভাবি তুমি আছ কতদূরে?
সেথা মোর চিত্ত মরে ঘুরে।
হাসি তব, আঁখি তব, তব নিত্য লীলা-চঞ্চলতা—
প্রাণে শুধু জাগে সেই কথা।

রাণী ওগো রাণী,
আজি মোর তপ্ত ভালে রাখ' তব স্নিগ্ধ হস্তখানি।
এ ক্লিষ্ট আঁখির 'পরে রাখ' তব স্থির আঁখিতারা।
কোথা তুমি?—স্তব্ধ রাত্রি; শশী নিদ্রাহারা
নিঃশব্দে ঢলিয়া পড়ে অস্তাচল-পারে।
প্রিয়া মোর, জাগো জাগো হৃদয়ের গভীর আঁধারে।

বিরহিণী

বিরহিণী মেয়ে রহিয়াছে চেয়ে পথের 'পরে।
প্রিয়তম তা'র আসিবে ফিরিয়া তাহার তরে।
সে যে কতদিন কতকাল আগে
গিয়াছে চলিয়া মনে নাহি জাগে ;
আজো সে তাহার আশার বাণীটি হৃদয়ে ধ'রে,
চেয়ে আছে দু'টি আঁখি-তারা তুলি' পথের 'পরে।

আকুলিত তা'র কেশপাশ সে যে বাসিত ভালো।
আজো সে যে হায়, তেমনি চিকণ নিকষ-কালো।
মিলন-দিনের যত আভরণ
ল'য়ে সে করেছে দেহের বাঁধন ;
বিধুর হৃদয়ে বাঁধন কোথায় ? নাহি যে আলো।
বিফল বাসনা ; আসে না সে আর, বাসে না ভালো।

রাজপথে কত ফিরিছে পথিক কাজের শেষে ;
মিলন-আশায় চলিছে তাহারা সুদূর দেশে।
শুধু কি তাহারি বিফল পরাণ ?
হৃদয়ে জাগিছে বৃথা অভিমান ;
সমেঘ আকাশে শশী ভেসে যায় মলিন হেসে,
গগন চুমিছে শ্যামলা ধরণী বিরহ-শেষে।

কোথায় কে যেন গাহে গান দূরে, করুণ সুরে !
গোপন ব্যথার দহনে দহনে পরাণ পুড়ে।
একাকিনী হায় কত র'বে আর ?
প্রিয় যে নিলো না বেদনার ভার ;
বেদন আজিকে রোদন জাগায় বুকটি জুড়ে।
কোথা' প্রিয়তম, তা'রি আশে মন মরিছে ঘুরে।

যদি নাহি আসে, তথাপি সে হায় রহিবে চেয়ে।
শ্বেতবাস পরি' দিবস কাটা'বে মলিনা মেয়ে।
হৃদয় জুড়িয়া আছে আশা তা'র
আসিবে আসিবে প্রিয় সুকুমার,
মরণের বেশে চিরমিলনের গানটি গেয়ে।
যদি নাহি আসে, তথাপি সে হায় রহিবে চেয়ে।

শীত-শেষে আজি পাতা ঝ'রে যায় পথের 'পরে ;
ধরণী ধরেছে বিরহের বেশ বিরাগ-ভরে !
কালো কেশ হ'বে শুক্লবরণ ;
মলিন বয়ান, শিথিল চরণ ;
তথাপি বসিয়া বাতায়ন-পাশে প্রণয়-ভরে,
জাগিবে রজনী চিরবিরহিণী আঁধার ঘরে।

বিরহী

আজিকার বরষায়, মন যেন কা'রে চায়,—
হায় সে যে নাই, সে যে নাই !
অবিরাম জলধারে, হৃদয় চাহিছে যা'রে,
ভেবে মরি তাহারি কথাই ।
স্পর্শ তা'র যেন আজ পবনে পবনে,
দেহে-মনে কি মদির অধীর স্পন্দনে
অপূর্ব্ব হিল্লোল তুলি' আনে ধীরে তা'র ভাবনাই ।
হায়, সে যে নাই, সে যে নাই ।

আজি আষাঢ়ের বাণী ধীরে করে কানাকানি
রজনী-গন্ধার কুঞ্জ-তলে ।
কিশোর বয়স তা'র, সে সঁপিছে উপহার
সুমন্থর সন্ধ্যার অঞ্চলে !
যূথিকার পরিমলে অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়া
বিষণ্ণ আষাঢ় আজি ফিরিছে কাঁদিয়া ।
মাটির গোপন ব্যথা প্রকাশিছে নয়নের জলে—
রজনী-গন্ধার কুঞ্জ-তলে ।

তা'র স্মৃতি-চিহ্নটিরে, খুঁজি আমি ফিরে ফিরে ;
সে যে মোর মরমের মাঝে।
প্রত্যহের মালিকায় সে যে গেঁথেছিল তায়—
বাহিরে তাহারে পাই না যে।
বিচ্ছেদের রিক্ত রাত্রি নীরবে আহরি'
স্মৃতির সে মাল্যটিরে চিত্ততলে ধরি'
আসে ধীরে মোর পাশে, কৃষ্ণবেশে, মৌন, ম্লান সাজে।
ব্যথা বাজে মরমের মাঝে।

চিরন্তন অভিশাপে বিরহী রজনী যাপে ;
দাদুরী ডাকিয়া মরে দূরে।
ঝিল্লী-মন্দ্রে আজি হায়, বিষাদ নীরবে ছায়
পরাণের অভিরাম সুরে।
জানি না মিলন কোথা' শান্ত প্রতীক্ষায়,
গোপনে যাপিছে পল কি মন্ত্র-দীক্ষায় ?
পথেরে সহজ করি' অশ্রু জলে মরি ঘুরে ঘুরে।
দাদুরী ডাকিয়া মরে দূরে।
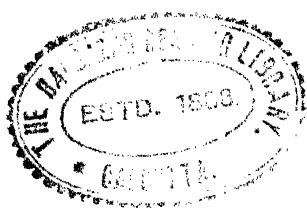
আষাঢ়-শেষে

তরুণ আষাঢ় আজি ফিরে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভগ্ন প্রাণে পুঞ্জ মেঘ-উপহার ল'য়ে।
শুধু হায় এনেছিলো ব'য়ে
নবীন আশার বাণী, তাই গেল নীরবে কহিয়া
রজনী-গন্ধার কাণে, যূথিকার মৃদু পরিমলে,
কণ্টকিত কেয়া-বনে, পল্লবিত ভূঁই-চাঁপা-দলে।

আর কা'র লাগি'
এনেছিলো কোন্ অর্ঘ্য সুদূরের মায়াপুরী হ'তে
হ্পিঙ্গল ঘন কেশে তীব্র হেসে ব্যাকুল মরতে,
কেহ নাহি জানে। তাই সে বিরাগী
াঞ্চিত বেদনা তা'র দিলো মেঘে, দিলো বরিষণে,
ুষ্পিত কদম্বতলে, পরিম্লান রেণু-পরশনে।

আজি তা'র যাত্রাপথে ঘন ঘন বাজিছে মাদল ;
বিরহীর দল
দাদুরীর উচ্চরোলে ব্যথাঘন বরষা-নিশীথে
বিদায়-পথিকে দিলো ঘন অশ্রু-বাষ্প-উপহার।
আজি তাই বিষণ্ণ আষাঢ়
বিদায়-বেদনা-ভরে সকরুণ গীতে,
শ্রাবণ-সখারে তা'র ডাকি' দিলো সজ্জিত সভায়।
তা'রপরে ধীরে ধীরে মাগি' নিলো প্রশান্ত বিদায়।

কোথায় সে কতদূর শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির শিরে,
উত্তরের পথে,—
সঙ্গহীন দীর্ঘশ্বাসে কামচারী পুঞ্জ মেঘরথে,
আষাঢ় চলিলো ফিরে নয়নাশ্রুনীরে
পুঞ্জিত বেদনা বহি' রিক্ত দীন বিরহীর বেশে,
আজি তা'র বিদায়ের আয়োজন-শেষে,
কেহ নাই শুধা'বার !
হে বিরহী, তরুণ আষাঢ়,
আজি মোরে কহ' ধীরে,
কা'র লাগি' চলিয়াছ ফিরে
তপস্যার আয়োজনে, বিদ্যুতের বহ্নিজ্বালা বহি'—
হে কিশোর মিত্র মোর, যাও মোরে কহি' !

কোথায় সে প্রিয়া তব, যা'র লাগি' চলিয়াছ খুঁজি'
দেশ হ'তে দেশান্তরে নদী-গিরি-কন্দর লঙ্ঘিয়া
অশ্রু-বাষ্পে শূন্যতল ভরি' !
আতুর বনজ-বায়ু নব পুষ্প-সৌরভ আহরি'

তোমার ধূসর কেশে ম্লান হেসে দিলো সুরভিয়া!
বিমুগ্ধা প্রিয়ার লাগি' চলিয়াছ আজি তাই বুঝি—
দূরে দূরে ঘুরে মরি' ক্লান্ত কায়ে আঁখি-জল-ধারে,
প্লাবিয়া পর্ব্বত-নদী, তবু হায়, দেখা হ'ল না রে!

হে চিরতরুণ বন্ধু, আজি তব বিদায়ের দিনে,
চাহি' দূর ছায়া-ম্লান শ্যামল বিপিনে,
বিরহ-ছায়ায় মোর ভরি' উঠে সকল অন্তর।
শ্রাবণ আসিছে জানি ভরি' নদ-কান্তার-প্রান্তর,
দিশে দিশে কলরোল তুলি'।
নীপশাখা নীরবে আকুলি'
আজিকে চলিলে তুমি বারিসিক্ত বনবীথি দিয়া
মন্থর গমনে,
বহি' মনে মনে
ব্যাকুল চিন্তার ভার, রহি' রহি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নিখিলের চিত্ত আকুলিয়া
স্বল্প-পরিচয়ে,
নিষ্ঠুর দয়িতা লাগি' নব প্রেম নব বাণী ল'য়ে।

জন্মান্তর

সে দিন-ও নয়নে নেমেছে স্বপন নিশীথের অনুরাগে।
উতল বাতাস আনে সাথে সাথে হেনার সুরভিটিরে।
পশ্চিম নভে ঢলিয়া পড়েছে শশী ;—
আঁধার অলকে মালিকা রয়েছে খসি'।
সে দিন কাহার আনন স্মরিনু নব জনমের তীরে।
ঝরা বকুলের সৌরভ সে কি কোটি-জনমের আগে ?

সৌরভে সুরে মিশে মিশে সে যে হ'য়ে যায় একাকার।
তা'রি সঙ্গীত রচিনু বসিয়া আঁধার আকাশ-তলে।
মনে হ'ল মোর জনম-স্রোতের পারে
একদিন শুধু লুকা'য়ে দেখেছি তারে।
নব নব পটে সেই ছবি আঁকি আতুর আঁখির জলে।
ব্যাকুল মরণ-উদধি ঘিরেছে বারে বারে চারিধার।

দু'হাতে সরায়ে স্মৃতির আঁধার সেই সে যুগের পারে,
পথেরি মায়ায় একাকী চলিনু সুদূর স্বপন-দেশে।
নির্ঝর-গানে হিম হ'য়ে যায় দেহ,
সারা প্রাণে মোর ঘুচে যায় সন্দেহ ;
সেই ঝাউ-বন-ছায়ার ওপারে আসিনু পথের শেষে।
বিরহিণী বীণা বাজে শুনি কা'র কোটি-জনমের পারে।

সে কি সুরে সুরে শুধায় আমায়, 'তুমি যে এসেছ পথে !'
কাণ পাতি' শুনি কাঁদে ঝাউবন দেবদারুসনে মিশি'।
আবার শুনিনু, 'তুমি যে এসেছ পথে ;—
এ বন-ভবনে আমি আছি কোনোমতে।
বীণারে সাজাই অশ্রুর হারে ; সাথে জাগে মোর নিশি।
বাতায়নে তব বারতা পাঠাই অলক্ষ্য মনোরথে।'

'আজি কি তোমার মনে পড়ে প্রিয়, সে দিন বরষা-রাতি।
তোমারি লাগিয়া বাহিরিনু পথে অভিসারিণীর বেশে ;
চরণ-নূপুর বেজে যায় পথে পথে।
সুপ্ত নগরী ; শিথিল শিথান হ'তে
কেহ জাগে নাই। বন-বিহারিণী কুরঙ্গীসম শেষে
তোমার ভবন-দুয়ারে আসিনু। জ্বলিলো বাসর-বাতি।'

সহসা চকিত মরমে আমার জ্বলিলো স্মরণ-শিখা।
—নব বারি-ধারে সিক্ত কপোল ; শীতল সে তনুখানি ;
নূপুর বিমরি' আসি' সে বরষা-রাতে,
ভীত হাতখানি রেখেছিলো মোর হাতে।
কুলায়-শরণা বিহগীর মতো কহি' অস্ফুট বাণী
কণ্ঠে জড়ালো বাহুর মালিকা—যেন নব শেফালিকা !

কাঁদে ঝাউবন অসহ ব্যথায়। দেবদারু ঢুলি' মরে।
স্তব্ধ নগরী। পথে পথে কা'র বাঁশরী ঝুরিছে ফিরে।
আজো মনে হয় কোটি-জনমের আগে,
সেই সে দিনের স্বপন নয়নে লাগে।
মনে প'ল ক'ার চুমিনু অধর প্রখর শিপ্রাতীরে।
সে যেন আজিকে নীরবে এসেছে মোর বাতায়ন 'পরে।

কহিছে সে যেন, 'হায় হায় কবি, আজো কি পড়ে না মনে
সেই নদী-তীর, নারিকেল-বীথি, শুভ্র পথের রেখা !
নব দুর্ব্বার আসন বিছানো ঘাটে।
তা'রি 'পরে বেলা প্রহরে প্রহরে কাটে।
সোপানে সোপানে অতুল চরণে নামিত কে একা-একা!
কলসে কাঁকণে বাজিত মধুর—পড়ে না কি তা'রে মনে ?

মনে প'ল মোর গোধূলি-ধূসর প্রদোষ-তিমির-তলে,
কে যেন কাঁদিছে নত করি' মুখ বেদনা-শিখায় জ্বলি' !
দু'হাতে তুলিতে কাতর সে মুখখানি,
জাগে মনে হায় কোটি-জনমের বাণী।
ম্লান দীপালোকে মনে হ'ল আজ এসেছি কুসুম দলি' !
ঝলসি' উঠিছে আনন কাহার তপ্ত বিরহানলে।

এই ধরণীর শ্যামল ধূলায় সে যে বধূ হ'ল মোর।
কত দূর হ'তে ভেসে খ'সে এলো একটি করুণ অণু।
লাল চেলি পরি' এলো সে জীবন-সাথী।
আঁচল-আড়ালে আনিলো বাসর-বাতি
আনিলো মধুর বাসনা-সোহাগ মীনকেতু-ফুলধনু।
ম্লান দীপালোকে পরশি' চিবুক ভুলি জীবনের ডোর।

আজিকে উতল পথের বাতাস হেনা-সৌরভ লুটে।
মনে হয় আজি বাঁধা প'ল প্রাণ শত জনমের কাছে।
যে কথা ভুলেছি কোটি-জনমের আগে,
আজো সেই বাণী বাসনা-পরশে জাগে।
চুম্বনে যবে অশ্রু মুছাই, ভাবি ভালোবাসিয়াছে,
গতদিবসের প্রীতি-বন্ধন স্মৃতি হ'য়ে জেগে উঠে।

তাই বসি' বসি' স্বপন দেখি যে শ্যামা ধরণীর কোলে,
উৎসব-শেষে মালিকার মতো ম্লান হ'য়ে উঠে মন !
গগনে গগনে যা'রা করে কাণাকাণি,
তা'রা নিয়ে আসে জনমান্তর-বাণী।
সুরের সুধায় সৌরভ মিশে,—মনোহর জাগরণ।
ভবন-বলভি-শিখরে তাহার মূরতি পরাণে দোলে।

পথ-মায়া

পথিক-হৃদয় ধীরে ধীরে কয়, যোজন পথের শেষে
ফেরো কা'র উদ্দেশে ?
শীত-নির্ঝর গীত গেয়ে যায় ; রৌদ্র মলিন হেসে
শুধায় আমায়, কা'র তরে ফেরো এমন উদাস-বেশে !
খুঁজে নাহি পাই কথা ;
ভাবি মনে, একি অকারণ আকুলতা !
গোপন মরমে ক্ষীণ বাণী রহে জাগি'—
পথ চলি হায়,—উদাসী বিধুর প্রেয়সী নারীর লাগি'।

প্রতিটি দিনের বেদনা শুধায়—জীবন আঁধার হ'লে
কা'রে চাও পলে-পলে ?
নীরব গহন বনতলে চলি ; মন যে চলে না আর ;
সবে ডাকি' কয়, পরাণ ভরিয়া কেন এত হাহাকার !
যা'রে চাও, তা'রে লহ'—
নিঠুর বেদনা কেন বা এমনে বহ' ?
সারাটি হৃদয়ে এক বাণী রহে জাগি'—
পথ-চলা মোর সুদূর মধুর প্রেয়সী নারীর লাগি'।

চারিপাশে জাগে মহাকলরোল ; জীবন-তটিনী ঘিরে
কালের নটিনী ফিরে।
মৃদুভাষে তা'র ব্যথা ভোলে প্রাণ, তবু যেন সে কি চায়
ঘরের উদাসী ঝড়ের দোলায় পথে পথে বাহিরায়।
কাঁপে দেহ-হিন্দোল ;
অন্তর আজি উতরোল উতরোল !
ধ্রুবতারকার প্রভা তবু রহে জাগি'—
শত বন্ধন-ক্রন্দন মাঝে প্রেয়সী নারীর লাগি' !

আতুর হৃদয় ধীরে ধীরে কয়, আজি বেলা হ'ল শেষ ;
বিফল সুরের রেশ।
গগনে গগনে জ্বালা নাহি র'বে ; সন্ধ্যা ধূসর-দিন।
ঊষর মরুর শেষের সীমায় বাজিবে জীবন-বীণ ;
শূন্য সে পথ 'পরে
দীর্ণ হিয়ার বেদনা ঘুরিয়া মরে !
মধ্যমণি সে বাসনা রহিলো জাগি'।
পথ চলি' হায় উদাসী বিধুর প্রেয়সী নারীর লাগি'।

লতাময়ী উর্ব্বশী

[বিক্রমোর্ব্বশী]

কুমার-কানন-তলে উর্ব্বশী সে—স্বর্গের অপ্সরা,
সুকঠোর অভিশাপ-লীনা।
নন্দন-বনের ছায়ে প্রিয়াহারা ফিরে পুরূরবা,—
অশ্রুম্লানদৃষ্টি, উদাসীন। মিলনের স্তব্ধ বীণা,
শূন্য শয্যা, দীর্ঘতরা চন্দ্রিকা রজনী,
শুষ্ক শীর্ণ সুগন্ধি মালিকা,
প্রেমভাষা-গুঞ্জহীন পরিচিত বকুল-বীথিকা
স্বপ্নসম ভাসিছে অন্তরে। ফণী যেন শিরোমণি
ফেলেছে হারায়ে। তন্দ্রাহতা বিশীর্ণ-পল্লবা,
অরণ্যবল্লরী প্রিয়া, নহে নহে চিরমধুক্ষরা।

মায়ার উর্ব্বশী সে যে, কভু ফিরে উষার আননে,
ধূসর রক্তিমবাসা পূর্ব্বাকাশতটে;
মহেন্দ্র-বাসরে কভু স্তনাংশুক-সরম হারায়ে
নৃত্য করে ছন্দোময়ী, ফাল্গুনীর প্রেম-ভিখারিণী,
মদির-লোচনা নারী। আজি মর্ত্যে তাহার নয়নে
বিচ্ছেদের প্রেমবারি ধীরে ধীরে তুলিলো ভুলায়ে
সে কোন্ মায়াবী নর? তাই সে যে লতা—সঞ্চারিণী,
শিশির-মার্জ্জিততনু, কাননের শ্যাম চিত্রপটে
লীলাময়ী উঠেছে ফুটিয়া।

স্তব্ধ ঘন কুমার-কানন,
বিহগ ফিরিছে একা, প্রিয়া নহে চক্ষুর গোচরা।
করুণ রোদনে তা'র মাঝে মাঝে কাঁপে বনস্থলী !
পুষ্প নাহি—ফল নাহি; বিরহের দীর্ঘশ্বাসভরা
তপঃক্লিষ্ট বনস্পতি। প্রেমভাষা ভুলেছে সকলি;
শুধু রুদ্ধ অন্ধকার হোমধূমে পুঞ্জিত গগন।

সেথা সর্ব্বসীমন্তিনী লতা হ'য়ে মেলিছে পল্লব;
অপূর্ণ মুকুল-স্তন-স্তোক-নম্রা, সুপর্ণ-গুণ্ঠিতা—
তনুর লাবণ্যমধু শ্যাম শোভা দিলো বিস্তারিয়া
সর্ব্ব অবয়বে তা'র। সেথা আজি তুলে কলরব,
বিশ্বের বিরহী যত। ব্যথাতুরা নীরব-কুণ্ঠিতা
সঙ্গচারিণীর দল দীর্ঘশ্বাস্ ফেলে;
কভু আর্দ্র পত্রদল মেলে
ইঙ্গিত জানায় ধীরে সমীরের পরশে দুলিয়া।

সে ইঙ্গিত-মর্ম্মকথা গন্ধবহ উদাস নিঃশ্বাসে
বহি' চলে দেশান্তরে নদী-গিরি-কন্দর লঙ্ঘিয়া
তৃণে তৃণে পরশ বুলায়ে। সর্ব্বব্যাপী ছায়া তা'র
মুছি' লয় সন্ধানের আলোকের রেখা। ব্যথাভার,
অন্ধকারে ফেনায়িত সমুচ্ছল নীল সিন্ধুসম
উঠে তরঙ্গিয়া।

শান্ত অনুপম
প্রিয়ার মোহন ছায়া সুদূরের সুনীল আকাশে,
ক্লান্ত নেত্রে ক্ষণিকের দাহ পাসরিয়া
হেরে ধীরে প্রতিষ্ঠান-পতি।

তমাল-বনের ছায়ে,
শ্যাম পত্র-পল্লবের 'পরে, ঊষার মৃদুল বায়ে,
কুসুমের সুষমা-সম্ভারে প্রিয়ার আননখানি
দীর্ঘদিন গিয়াছে মিশিয়া।
সন্ধানী বিরহী আজি রহস্যের আঁধার ভেদিয়া
হেরে সবি প্রিয়াময় ; সর্ব্বহারা খুঁজে পেল' বাণী !

তারপরে একদিন বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
মৃত্তিকার দেহ 'পরে চঞ্চলের চলিলো ক্রন্দন।
ব্যথাতুর পুরূরবা হেরে দূর কুমার-কাননে
প্রিয়া যেন লতা হ'য়ে দোলে—
নিবিড় সুষমা-মাখা। প্রসারিত করতল 'পরে
ঝরিলো মঞ্জরী দু'টি। দুই বিন্দু অশ্রু থরে থরে
শোভিলো মণির মতো। প্রেমভাতি জাগিলো নয়নে ;
অম্লান কোরকে তা'র রাখি' দিলো প্রথম চুম্বন
আদি নর, আদিম বিরহী।

বাহিরিয়া এলো নারী,
লতিকার শ্যাম দেহ ছাড়ি'।
বেপমান তনুখানি শোভে যেন কোরকের মতো।
শ্যামলী, সুন্দর-দেহা; সারা পৃথ্বী স্তবগান-রত!
দু'টি কর্ণমূলে তা'র। প্রসন্ন আননা
চাহিলো ফিরিয়া ধীরে মায়াস্তব্ধ প্রিয়ের আননে।
বারেক চাহিলো ধীরে স্মিতহাস্যে নগ্ন দেহ 'পরে,
পদ্মরাগ-রক্তিম উরসে। তারপরে দেহ ভরি'
তুলিয়া তরঙ্গখানি, ফিরে এলো ত্বরিতগমনা
প্রিয়ের বাহুর পাশে। সরমের নিগড় পাসরি'
আলোকের শুভ্র বন্যা ছেয়ে গেলো সারাটি ভুবনে
বিধাতার আশীর্ব্বাদসম!
উঠে জাগি' থরে থরে
সৃষ্টির প্রথম পুষ্প পূর্ণ দু'টি অন্তরের মাঝে।
বিধির নবীন গান দু'টি দেহ-বীণাযন্ত্রে বাজে।

তিলোত্তমা

নব-নবতর রূপে বিধি তোমা' সৃজেছিলো জানি
আপনার মন-মতো করি'।
ধরার শ্যামল অঙ্কে' মরণের দীপালি-উৎসবে,
সে রূপ হেরেনি কেহ। মৃত্যুর অতীত মহাবাণী,
নবীন মোহিনীমন্ত্র দীর্ঘায়ত নয়ন-পল্লবে,
চিক্কণ চিকুরজালে বজ্রগর্ভ মেঘচ্ছায়াখানি
জ্বালাময়ী রূপবহ্নি বিশ্বধাতা মহাধ্যানে ধরি'
অর্পিলো তোমারে।

কত মাস বর্ষ দিন
গত হয় মৃত্তিকার ধরণীর বুকে!
অশ্রুর আষাঢ় আসে বিরহের আর্ত্ত অন্ধকারে
মর্ত্ত্য-মানবের নেত্রে। জানি তব গর্বেবাজ্জ্বল মুখে
নাহি সে বিষাদ-রেখা। সুধাস্নাত নির্ম্মল ললাটে
বিচ্ছেদ-শঙ্কার ছায়া লিখে নাই মলিন লিপিকা।
শান্ত, দূর-প্রসারিত মাঠে,
প্রভাত-সঞ্চারসম,—অনাদির ইঙ্গিত-গীতিকা
সুনবীন নগ্নদেহা উঠেছিলে ফুটে!

আজি ধরা একান্ত প্রবীণ ;
কত গান, কত হাসি রুদ্ধ হ'ল অশ্রুজলধারে।
কত রূপ, কত রস ম্লান হ'ল, শুষ্ক হ'ল ধীরে ;
আজো যেন মনে হয়, আছ তুমি মন্দার-মালিকা,—
অম্লান নন্দন-গন্ধা। বক্ষতল-কমল-কলিকা
আজো নহে পূর্ণ বিকশিত। মন্দাকিনী-তীরে-তীরে
যৌবন-বিকাশছন্দে কমনীয় তনুর সম্ভারে,
মহাকাল-ভ্রুভঙ্গীরে ফেরো উপেক্ষিয়া!

গগনের শশী,
তোমার মুখের 'পরে চাহি' রহে নিমেষবিহীন।
তারাদল,
অনন্ত অকাশ 'পরে তারুণ্যের বেদনা-বিহ্বল!
যেন রাত্রি-দিন
প্রস্ফুট ওষ্ঠের বাণী চাহে শুনিবারে ;
সুচির-মৌনতা তব তুলে চঞ্চলিয়া
নিখিলের জীবস্রোত। তব প্রেম অতল-পাথারে
দিশাহারা কোটী-কোটী প্রাণী।

হেরে কবি, অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'
সাগর-তরঙ্গসম ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ চঞ্চল জীবন ;
অঙ্গের সুরভি তব, মুকুলিত অনন্ত যৌবন,
স্মিত হাসি, রক্ত বিম্বাধর,
বিশ্বব্যাপ্ত মহামোহে আন্দোলিছে দিক্‌দিগন্তর।
বাণীহীনা, দীর্ঘ দিন হেরিতেছ সন্নত নয়নে
যুদ্ধ চলে তোমা' লাগি' দেশে দেশে গৃহের প্রাঙ্গণে ;

পুঞ্জ পুঞ্জ মৃতস্তূপে ছেয়ে যায় বিরাট ভুবন !
সংগ্রাম-সংক্ষোভে তাই সুভীষণ শবের মাঝারে,
জয়ী-জন—নতজানু নিপীড়িছে তব কটিদেশ !
ভঙ্গীহীন, রেখামুক্ত, চির নব বেশ,—
অকম্পিতা, মাল্য দাও তা'রে ;
নীরবে বন্ধুর-দেহা ফেরো গৃহে সুমৌন-আনন !

জানি তুমি
প্রিয়তম-করতল চুমি'
শ্যামলী-লতিকাসম শোভ' নাই সংসার-প্রাঙ্গণে,
নব স্নেহাঞ্জনে
নয়নের দৃষ্টি তব ছায়াসম নহে যে কোমল ;
শিশুর কাকলী-গান পশে নাই তোমার শ্রবণে,
আজি হেরি ধরার অঙ্গনে
সহসা উঠেছ জাগি' দীপ্তি-ঝলমল,—
রৌদ্রলীলা, কালানল-শিখা,
বিশ্রাম-রাত্রির ভালে রক্তময়ী পূর্ণা বিভীষিকা,
সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী রাণী !
নহ' শুধু কামনার পদ্মদলাসীনা,
কল্পনা-স্বরগতলে চিরস্থিরা নহ' গতিহীনা
নহ' যে কল্যাণী !

যোদ্ধার হৃদয়-লীনা, সৈনিকের জয়লব্ধ ধন,
চিরমৌনা, আজি হেরি তোমা' লাগি' চলিছে লুণ্ঠন
ধরার অঙ্গনতলে ; আনো অমা ; নহ' তাই রমা—
ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি রক্তাম্বরা সুর-তিলোত্তমা !

রমা

সাগর-মন্থন-দিনে বিক্ষোভিত সিন্ধুবক্ষতলে,
সুরাসুর-বাসনার বিহসিত শ্বেতাম্বুজ-দলে,
আরক্ত পল্লব-পদ সমর্পিলে কবে ?
আজি ভাগ্যনভে
করাল প্রলয়-ঘন ছেয়ে যায় বিস্তৃত আঁধার !
দারিদ্র্যের বিভীষিকা, আতুরের আর্ত্ত হাহাকার,
অজস্র শোণিতপ্লাবী লৌহবাহু নব সভ্যতার
আস্ফালন-মন্থনের রক্ত-মহোৎসবে,
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জীবনের ক্ষতের আহবে,
শান্ত স্মিত মুখে,—
প্রলুব্ধ, র'য়েছি বসি' দিন গণি' স্পন্দমান বুকে ।

চঞ্চলা, আজিকে তব অঞ্চলের ছায়াস্পর্শখানি
কোথায় মিলায়ে গেছে পাণ্ডু রৌদ্রে আপনায় টানি
জীবনের স্তরে স্তরে রেখে গেছে তা'র
অভাব-ধিক্কার !
চেষ্টা তবু র'য়ে গেছে, প্রাণপণ ভীষণ প্রয়াস।
ক্ষুধার সংগ্রামে তা'র পলে পলে হ'ল সর্ব্বনাশ !
মরণ-সাগরমাঝে বেদনার ফেনিল উচ্ছ্বাস
আঘাতে-আঘাতে তবু শেষ নাহি হয়।
ফিরে ফিরে আসে জানি রোগ শোক-নিন্দাগ্লানিময়
মৃত্যুশীর্ণ ভবে ;
অয়ি রমা, দাঁড়াইবে জরা-ক্ষয়-ক্ষীণতায় কবে ?

স্বর্ণগর্ভা ধরিত্রীর স্নেহশ্যাম কুঞ্জবনছায়ে,
হে ক্ষণিকা, ধীরে ধীরে আপনারে দিয়েছ বিলা'য়ে ;
হিরণ্য অঞ্চলটিরে দুলাইছ হাসি' ;
পুষ্প রাশি রাশি
অমনি উঠিছে ফুটি' প্রাচুর্য্যের নব আয়োজনে।
বিমুক্ত ভাণ্ডার দ্বার। লক্ষপ্রাণী আনন্দ প্রাঙ্গণে
ছুটিছে ব্যাকুল বেগে—দিশাহারা প্রাণসন্ধিক্ষণে,
মহান্ কল্যাণবাণী উচ্চারিছে ধীরে।
পরক্ষণে হেরি সবে নতনেত্রে ভাসে অশ্রুনীরে।
ক্রন্দন-কল্লোল
দিগন্ত রণিয়া উঠে। ধ্বনি' উঠে বেদনার রোল।

বিচিত্রা, আজিকে তব নানারূপে পেয়েছি সন্ধান,—
হিরণ্ময় প্রেমপাত্র প্রেয়সীর চির মধুমান্,
সপর্শ রাখে রোগতপ্ত ললাটের 'পরে।
কত স্নেহ-ভরে ;
জননীর শান্ত নেত্রে হেরিয়াছি তোমার প্রকাশ।
পেয়েছি বেদনা-ক্ষতে প্রলেপের সুস্নিগ্ধ আভাস।
নারীর কোমলবক্ষে বাঁধিয়াছ মৌন সুপ্ত বাস,
পালনের সুধা বহ' দিগ্‌দিগন্তর—
কমলা, তোমার স্পর্শে শ্যামশস্পে ভরিছে প্রান্তর!
এ বিশ্বের অমা,
ভবিষ্য-সাগর-মন্থে নাশি' কবে দাঁড়াইবে রমা ?

মৈত্রেয়ী

প্রশান্ত প্রভাতে আজি বিহগের কাকলী-কল্লোলে
হে কল্যাণী নারী,
তোমার নির্ম্মল শান্তি, গ্লানিহীন স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ
আনন্দ বিথারি'
পূর্ণ করে জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি-ভাবনা-লাঞ্ছনা ;
মুক্ত নীলাকাশে,
জ্যোতির্ম্ময়ী-বেশে আজি দাঁড়ায়েছ সম্মুখে আমার ;
—নেত্রে দীপ্তি ভাসে।

সে কোন্ আদিম যুগে অরণ্যের হোমপূতছায়ে
সদ্য বর্দ্ধমান
সুনবীন সভ্যতার ক্লেদরিক্ত নির্ম্মল প্রাঙ্গণে
তব পুণ্য গান
উঠেছিলো নাহি জানি—পূর্ণতম সাধনার বাণী
আপনার বেগে !
সে জ্ঞান-সাগর-তীরে তুমি নারী ছিলে উর্দ্ধমুখে
দীর্ঘরাত্রি জেগে।

নিদাঘ-জড়তা-শেষে নীল নভে প্রাণবারি-আশে
চাতকের সম,
সংসার-মরুর পথে অমৃতের সুতীব্র পিপাসা—
কমনীয়তম,
নীরবে বহিয়া ধীরে ক্লান্তপদে সগৌরব-শিরে
অয়ি তেজস্বিনী,
নারীর মহিমা-বাণী মুক্তকণ্ঠে করেছ প্রকাশ
অজ্ঞান-নাশিনী !

চাহ' নাই ধনজন যশমান বিভব-বিলাস
জীবনের পথে ;
বিরাট অতৃপ্তি তব বুভুক্ষিত ক্ষুদ্রবক্ষোমাঝে
ছিল কোনোমতে ;
অঙ্কুর-জনম-শেষে সংসারের বস্তুর সম্ভারে
মাথা করি' নত
রহে নাই।   বহে নাই জীবনের বিপুল গ্লানিরে
নীরবে সতত।

ব্রহ্মজ্ঞানছায়াতলে প্রাণগতি এনেছ বহিয়া
হে প্রদীপ্তা নারী,
পরিপূর্ণ প্রেমবলে মুক্তবাণী করেছ প্রচার
সৌন্দর্য্য সঞ্চারি' !
মানুষের রোগক্ষীণ ব্যথাদীর্ণ পঞ্জরের তলে
চিরন্তন বাণী
আপন জীবন দিয়া শান্তনেত্রে মেগেছ নীরবে
হে চিরকল্যাণী !

সরস জীবনরূপ কঙ্কালের রিক্তবক্ষ-মাঝে
হ'য়ে যায় শেষ।
ঝরে ফুল ; পড়ে পাতা ; আসে মৃত্যু দীর্ঘছায়া ফেলি'—
নাচে যে মহেশ !
এ চির-মৃতের বুকে অমৃতের আনন্দ-উৎসব
তব ধ্যানলোকে
ফুটেছিলো ধীরে ধীরে। করেছিলে মানস-সন্ধান
অসীম পুলকে !

আজিকে তোমার রূপ ভারতের নারীশক্তি-মাঝে
হে তাপস-রাণী,
হেরিতেছি ধ্যানে মোর,—প্রভাতের আনন্দ-আলোকে
ধীরে দিলে আনি'।
অপসারি' জড়তার গতিহীন ব্যর্থ স্তূপভার
সত্যের আলোকে,
সে শক্তি উঠিবে জাগি' মহারাজ-রাজেশ্বরী-বেশে
পলকে পলকে।

প্রাণহীন অবরোধ, শুচিহীন গুণ্ঠনের তলে,
সংকীর্ণ জীবন,
জ্ঞানহীন রুদ্ধগতি টানি' চলে শীর্ণ দেহভার
বরিতে মরণ।
পঙ্কিল প্রাচীর ভেদি' পশে নাই দীপ্ত সূর্য্যালোক ;
রোগ-বীজাণুর
ক্ষমতা বাড়িয়া চলে। চলে ধীরে তাণ্ডব নর্ত্তন
উদ্দাম স্থাণুর।

সে মহাপ্রাকার 'পরে জীবনের উন্মুক্ত কল্লোল
বাধাবন্ধ টুটি'
আসিছে—হেরেছি তা'র মহোদ্দাম সুন্দর স্বরূপ
উঠিয়াছে ফুটি'।
প্রখর পিপাসা তব রৌদ্র-দীপ্ত সিন্ধু-সিকতায়
খুঁজিয়াছে পথ।
আজিকে টুটিছে বাধা—ঘুচে যায় মোহ-জড়তার
অচল পর্ব্বত।

সত্যজ্যোতি-অমৃতের দীপ্ত বাণী করেছ সন্ধান ;
পেয়েছ উদ্দেশ।
আত্মার আলোকে তা'রে বিশ্বমুখী হেরেছ নীরবে ;
ক্ষয়-ক্ষতিলেশ
সহ' নাই। রহ' নাই প্রেমহীন অচল বন্ধনে
অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ী,
নিশ্চল তিমিরমাঝে আলোকের মুক্তবাণী কহ'—
প্রেম—চিরজয়ী।

বর্ষা-সখা

হে গম্ভীর,
আজি হেরি নভতলে তব বেগ,—উদ্দাম, অধীর।
একান্ত নিঃশব্দ তব পুঞ্জ পুঞ্জ বিপুল সঞ্চার
সুকৃষ্ণ নিবিড় ঘনে ছেয়ে দিলো অম্বর-আঁধার !
তিমির-রাত্রির মাঝে দিগঙ্গনে ডম্বরু তোমার
প্রাণে মোর ধ্বনে অনিবার।

আমার পরাণ-শিখী আজি হেরি করিছে নর্ত্তন ;
তব গুরু-গরজনে বনে বনে নামিলো বর্ষণ ;
দেবদারু-তরু-শিরে প্রাসাদের শিখরে শিখরে
বিপুল ঝঞ্ঝার বেগে কলশব্দে ঝর-ঝর ঝরে ;
সুদূরের শ্যামসীমা লুপ্ত করি' শব্দিত সঙ্গীতে,
বিরাট এ স্বপ্নপুরী মুছি' দিয়া একটি ইঙ্গিতে
নেমে এলো তব অনুচর ;
প্রাণে যে ফুটিলো কেয়া, মেতে উঠে অন্তর-প্রান্তর !

নীলাভ্রের আঁখি 'পরে টানি' দিলে সুশ্যাম অঞ্জন
নয়ন-রঞ্জন !
বিচিত্র এ ধরণীর নানা দ্বন্দ্ব-শ্রান্ত কোলাহল
একটি নিমেষ মাঝে মুছে দিলে ; করিলে নির্ম্মল !
আমার এ হিয়াখানি মুছে দাও প্রার্থনা আমার ;—
হে বাদল উদ্দাম, দুর্ব্বার !

ক্লান্ত নগরীর বুকে বহে তীব্র পূরব-বাতাস—
যেন তব ব্যাকুল নিশ্বাস !
হে প্রেমিক, শ্রান্ত বড়,—চিত্ত মোর তৃষায় বিকল !
কমণ্ডলু হ'তে তব ঢালো ঢালো করুণা-শীতল
সরস, সরল, স্নিগ্ধ শান্তি-বারিধারা !
নীর-সমারোহমাঝে আমি আজি হ'ব দিশাহারা !
ধরারে করিছ শ্যাম প্রাণদাতা তুমি হে বাদল !
শ্রান্তিহীন তাই অবিরল
চলে তব সৃষ্টিলীলা পল্লবের কোমল জীবনে।
তাই ক্ষণে ক্ষণে
মোদের কঠোর চিত্তে লাগে তব চকিত পরশ,
অমৃত-সরস !

কা'র আশীর্ব্বাদ-রূপে নিত্য তুমি ঝরিছ দেবতা
শুনি কা'র কথা,
তোমার কর্ম্মের পথে বার-বার আসিছ একেলা !
খেলিতেছ চিরন্তনী খেলা !

তাহারি কোমল স্পর্শ আজি যেন করি অনুভব।
প্রশান্ত নিশীথে তাই নিঃস্তব্ধ, নীরব
ব'সে আছি বাতায়ন-পাশে !
তুমি আজি সঙ্গী মোর ; আজি তাই ভাসে
তোমার সঙ্গীতধ্বনি অন্তরে আমার।
আজি প্রিয়, চিত্ত মোর তব সাথে করে নমস্কার।

শুক্লা একাদশী

আজি তুমি এসো মোর পাশে !
ক্লিষ্ট আঁখি-পাতে মোর সুরভি-নিশ্বাসে
বিশ্রাম নামিয়া আসে সুকোমল পরশে তোমার।
তাই আজি কহিতেছি, কথা কও, এসো একবার,
এসো পাশে, এসো প্রাণে, এসো মোর সকল জীবনে,
বেদনা-বন্ধন টুটি' ধীরে এসো মনোবাতায়নে !

ওগো শুক্লা রজনীর একাদশী তিথি,
হৃদয়-প্রাঙ্গণ তলে তুমি মোর প্রশান্ত অতিথি।
মুদে আসে শ্রান্ত আঁখি। নবীনের আবাহন নাহি।
আমারে করিও ক্ষমা। এলে যদি চিত্ত-তট বাহি',
বাহিরে আসিলে ধীরে রূপ ধরি' মলিন আলোকে,
কহ তবে, অকারণে, কিসের পুলকে
কাঁপে প্রাণ, কাঁপে দেহ, টুটে আসে মোহমায়া-ঘোর ;
মনে হয় ছিন্ন করি ধরণীর স্নেহ-বাহু-ডোর,
কোথা' যেন যা'ব চলি' !
বিদায়-বিষাদ-শিশু বহে তাই বেদনা-অঞ্জলি !

কত কাল, কত দিন ধ'রে,
হে পথিক, চেয়ে আছি অনন্ত তোমার পথ 'পরে।
বক্ষ মোর দু'লে উঠে ভয়ে;
চিন্তা যায় কোন্ বাণী ক'য়ে,—
মনে হয় হ'বে দেখা—
এমনি স্বপন-রাতে রূপালির রেখা
চিত্তে মোর হ'বে আঁকা! ছিলো মোর জানা,
আসিবে দিগন্ত ব্যাপি'; দু'টি স্নিগ্ধ সুকোমল ডানা
প্রসারিবে ধীরে ধীরে,—সন্ধ্যা যেন শ্রান্ত পৃথ্বীতলে—
হে মৌন সুন্দর জ্যোতি, স্পর্শ দিবে চিত্ত-শতদলে।

কাঁপে প্রাণ দীপশিখা সম;
তোমার আননে চাহি' নিদ্রা নাই নেত্রপ্রান্তে মম।
এ কী ব্যাপ্তি! এ কী শান্তি! কী প্রসার, কী মহিমা- ছা
অপূর্ব্ব বিরতি-মাঝে সুমহান সান্ত্বনার কায়া!
নাহি জানি কি যে তা'র ভাষা—
প্রতিক্ষণে সুর তা'র প্রাণে মোর করে যাওয়া-আসা!

কোথাও বন্ধন নাহি, দৈন্য নাহি, নাহি চিন্তা-লেশ;
অনায়াস-মুক্তগতি যেন লঘু চীনাংশুক-বেশ!
ছেয়ে যায়, ভেসে যায়—দিয়ে যায় শান্তিরস-ধারা!
বর্ণ-গীতিরেশ আনে। তাই মোর চিত্ত হ'ল হারা
তোমার সঞ্চার-মাঝে হে উদাসী, শুক্লা একাদশী,
আকাশ-প্রান্তর-তলে কোন গান গাহো একা বসি'!

আজি তুমি এসো মোর পাশে,
গুঞ্জরিয়া কহ' ধীরে বসন্তের বিদায়-বাতাসে,
কহ' মোরে, বাসি ভালো ধরণীর শ্যামাবগুণ্ঠন,
দিশাহারা প্রসারের তাই আছে চকিত বন্ধন,
বনানীর পুঞ্জ পুঞ্জ তরুবীথি-শিরে।
তাই পৃথিবীরে
নীরবে আবরি' রহি। কহি কত কথা—
অর্থহীন কলোচ্ছ্বাস প্রণয়-মত্ততা
নাহি তায়—শুধু আছে ধীরে সঁ'পে দেওয়া
আপন সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা-নেওয়া!

তাই আজি চেয়ে আছি। হে চন্দ্রিকা, অয়ি বিমলিনা
চেয়ে তব মুখ-পানে, আজি আর বলিনা বলিনা,—
নাহি প্রেম, নাহি শান্তি! পেয়েছি নির্ভর,
হৃদয়ের যাত্রাপথে নাহি মরু ঊষর, ধূসর!
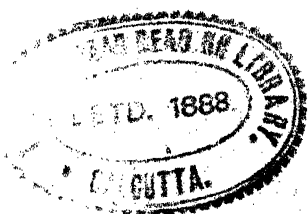
চোখ্ গেলো

চোখ্ গেলো কা'র, কোন সে জনার,
কেমনে চিনিব তা'রে ?
সে কি অশরীরী—আসে ধীরি ধীরি
মন-তটিনীর পারে !
সে কি বহি' আনে রূপ-সাগরের তীরে,
বিফল আশার বেদনা নয়ন-নীরে !
কোন্ ভাষা বলে বারে বারে, ফিরে ফিরে,
হৃদয়-কুঞ্জ-দ্বারে !
কেবা সেই জন—হারালো নয়ন,
কেমনে জানিব তা'রে ?

মুহু কুহু-ভাষে, যে বিহগ আসে
মঞ্জু কুঞ্জ-তলে,
সে নহে এ জন ; ইহার নয়ন
ভরিছে অশ্রুজলে !
যে আলো দেখেছে মেলিয়া নয়ন দু'টি
পক্ষ প্রসারি' দূর মেঘলোকে উঠি',
সে আলো রয়েছে প্রাণশতদলে ফুটি'—
ঝলকিছে পলে পলে !
আলোক-পিপাসী উঠেছিলো ভাসি'
জ্যোতি যেথা রহি' ঝলে !

তাই আজি হায়, ঝলসিয়া যায়
আঁখি দু'টি ধীরে ধীরে।
নাহি নাহি বারি—নির্ম্মল ঝারি;
তাইত কণ্ঠ চি'রে।
দূর গগনের সুদূর প্রান্ত হ'তে
ভাসি' আসে সুর বিপুল ব্যথার স্রোতে;
আঘাতি' ফিরিছে মানব-মানস-পথে,
জগতের মন্দিরে।
সে রূপ-আভায় আঁখি গেলো হায়,
তাইত কণ্ঠ চি'রে!

অরুণের মতো এযে অবিরত
আলোর বাসনা বহি'
উঠিলো আকাশে; কোন মহাভাসে
ফিরিলো নয়ন দহি'!
দুর্ব্বলপাখা বুঝিবা মরণ-ডোরে,
শান্তি খুঁজিছে রূপ-পিপাসার ঘোরে!
বিপুল গগনে আকুল নয়নলোরে
কাঁদি' উঠে রহি' রহি'।
নামে চোখে তা'র নিবিড় আঁধার।
লুপ্ত সুদূর মহী!

দিবস-প্রহর বাড়িছে প্রখর;
বাড়িছে দহন জ্বালা।
ক্লান্ত পথিক কোথা' কোন্ দিক
তোমার পান্থ-শালা!

রূপের তৃষার আশা কি মিটিলো শেষে !
কেন ফেরো আজি শ্যাম তরু-গিরি-দেশে !
পরবাসে বলো কে পরালো তোমা' হেসে
বিফল ব্যথার মালা !
হেরি আজি তাই, বিশ্রাম নাই
বহিছ বেদনা-ডালা !

চোখ গেলো যা'র, আজি সে জনার
সন্ধান দিলো আনি'
দীপ্ত দুপুর, দিবসের সুর,
ক্লান্ত ক্লিষ্ট বাণী !
সে নহে কেবল বিহগের ফিরে-আসা ;
দাহ-তাপ-মাঝে ব্যথিত জনের ভাষা,
চির দিবসের সকল গরব-নাশা
সে যে বেদনার বাণী—
চোখ্ গেলো যা'র সেই সে জনার
সন্ধান দিলো আনি'।

বারিহীন দেশে যেথা অবশেষে
মরুরেখা-পথ ধরি'
যাত্রীরা চলে ধীরে দলে দলে
মরুর তৃষায় মরি'।
সেই সে দেশের পাণ্ডু শূন্য-তলে
যেথা অহরহ অসহ আলোক ঝলে,
তুমি কি বিহরো সেই সে দীপ্তানলে
তৃষায় বক্ষ ভরি' ?

যাত্রীরা হায় কেহ ফিরে নাই
মরু-রেখাপথ ধরি' !

সৃজন যেথায় শেষ হ'য়ে যায়
গগন-সীমায় দূরে,
অবিরত দাহে মন নাহি চাহে
যেথা যেতে ;—সেথা উড়ে
তুমি গেলে চলি' তরুণ গরুড়-বেশে,
দাবদাহ-মাঝে অমৃতের উদ্দেশে ;
নয়ন হারায়ে আসিলে ফিরিয়া শেষে ;
মর্ত্ত্যে মরিলে ঘুরে।
ফেরো বেদনায় তরুর ছায়ায়
চির-সকরুণ সুরে !

গেলো যা'র আঁখি নহে সে ত পাখী ;
সে যে আশা, দেহহীন।
ভাসে তা'রি সুর চিরসুমধুর—
প্রতি প্রাণতললীন !
যে আশা পারে না সহিতে বেদনা-রাশি,
পারে না হেরিতে স্নেহ-দয়া-মায়া নাশি'
ধরণীর বুকে সুর উঠে তা'র ভাসি'
সকরুণ উদাসীন
গেলো যা'র আঁখি, নহে সে ত পাখী,
সে যে আশা, দেহহীন !

শিশু

জীবন-যৌবন-ক্ষণে শিশু মোরে ডাক দিয়ে যায়!
অবিরাম ললিত কথায়!
স্বপ্নে মাতি' দিবারাতি চলিয়াছি পথ হ'তে পথে!
উচ্ছল আনন্দ-বেগে তারুণ্যের দীপ্ত জয়-রথে ;
জয়-শ্রী ভাতিছে মুখে। কর্ম্ম ডাকে সুকঠোর রবে।
গগনে গগনে তা'র প্রতিধ্বনি জাগি' উঠে যবে,
সহসা পড়িলো মনে, কবে কোন সুন্দর প্রভাতে,
ধরণীর বক্ষতলে শিশু হ'য়ে এসেছিনু ফিরে।
সে সুপ্ত শৈশব আজি ডাকে মোরে ধীরে,
সরল সুন্দর তা'র চিরন্তনী ক্রীড়ার সভাতে!

বহুদূর আসিয়াছি চ'লে,—
কভু হাস্যে, কভু ক্লেশে, যৌবনের কর্ম্ম-সভাতলে!
জীবনের সিন্ধুনীরে ক্ষুধিত পাষাণ উঠে জেগে!
সরল সত্যের আলো ম্লান হ'ল সংশয়ের মেঘে!
হে শিশু, কহিছ কেন, এস এস ফিরে!
আমার চটুল নৃত্যে যোগ দিবে নবীন মঞ্জীরে।
আমার এ খেলাঘরে ধূলিমাঝে স্তব্ধ মনটিরে
নীরবে রাখিয়া দিবে। আমি তা'রে ধীরে
আমার রক্তিম বাস পরাইব হেসে,
দিব মোর উত্তরীয়, পুষ্পমালা বাঁধি' দিব কেশে!

*　　　*　　　*

তখন লাগিত বড় ভালো,
প্রভাত-সন্ধ্যার লীলা, মেঘ কালো কালো
অসীম রহস্য-ভরা! যেন স্বপ্ন-রাজপুরী হ'তে
মাতঙ্গ নামিত ধীরে। জলধারা ছড়া'ত মরতে!
নিবিড় জলদজাল শালবনে চলিত সবেগে,
বর্ষার নূপুরধ্বনি শুনিতাম অর্দ্ধরাত্র জেগে।
শিশুর অন্তর জুড়ি' কোথা হ'তে আসিত কেবল,
অপ্সর কিন্নর কত—ছায়ানৃত্য আনন্দ-চঞ্চল!

আমার সে স্বপ্ন-স্বর্গে আমারে কি ল'বে তুমি ডাকি'?
ধূলিজাল ছিন্ন করি' আমি সেথা দাঁড়া'ব একাকী
হে শিশু তোমার পাশে! নয়ন মুদিয়া র'ব ধীরে
সংসারের পারাবার-তীরে,
যেথায় খেলিছ সবে কোলাহলে বালুতটতলে,
সংশয়-অতীতপুরে জগতের রাজার মহলে
নিঃশব্দে পশিছ সবে;—সেথা মোরে ডাকিবে কেমনে,
সে চির সরল লোকে গ্লানিহীন আনন্দ-ভবনে?

*　　　*　　　*

হেরিতেছি চাহি'
তিমির সরা'য়ে দূরে আসিয়াছ সম্মুখে আমার।
ধরণী আনন্দময়ী। বায়ু ফিরে তব গান গাহি';
কবি রচে তব কাব্য। শিল্পী তব তনু সুকুমার
অমর তুলিকা-পাতে রচিছে নীরবে;

তুমি আসি' কবে,
তাহারে পরশি' গেছ কল্পনার নব গীতরবে !
চিত্রে তা'রে তিলে তিলে মহাপ্রাণ সমর্পিতে হ'বে !

তোমার হাসির পিছে সহস্রের চেষ্টা মরে ঘুরি'।
নিখিল মায়ের কোল জুড়ি'
নীরবে হাসিছ কভু, কভু বা কাঁদিয়া পড়ো গলি' ;
কভু টলি' টলি'
আনন্দ-ভবনতলে ফিরিতেছ অস্ফুট ভাষায় !
পুরাতনে দাও আশা, আলো দাও জীর্ণ বসুধায় !

তোমাদের যাত্রাপথ 'পরে,
আমারে ডেকেছ আজি মুখরিত আনন্দ-আসরে ;
সূর্য্য সেথা আলো-দাতা ;—গাহে গান বৈতালিক-দল ;
চঞ্চরী চঞ্চল
চিত্রিত ডানায় তা'র বহি' চলে স্বপ্নের সংবাদ ;
বায়ু আনে নিখিলের প্রাণভরা শুভ্র আশীর্ব্বাদ।
কোটি কোটি কবিজন তোমাদের লাগি'
মহান মঙ্গলতরে দীর্ঘ রাত্রি র'য়েছেন জাগি' !
মোরে তা'রি পাশে,
হে মোর শৈশব-স্বপ্ন, ডাকিয়াছ মধুর সম্ভাষে !

আজি সর্ব্ব অবদান ধীরে তাই ফেলিয়াছি দূরে ;
তোমাদের চকিত নূপুরে,
আমার এ স্তব্ধ প্রাণ বাহিরিলো অন্ধকার হ'তে,
সলীল, চটুল নৃত্যে আনন্দের সমুচ্ছল স্রোতে !

বিশ্ব-নর্ত্তকী

আকাশ জুড়িয়া তা'রা নাচে!
লক্ষ কোটি গ্রহে গ্রহে সৃজনের ব্যাকুল উল্লাসে,
বন্ধহীন আনন্দের পরিপূর্ণ অদম্য প্রকাশে,
অপূর্ব্ব লীলায় দুলি' বিরাট শূন্যের অবকাশে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিয়া কহে তা'রা আছে, আছে, আছে
মোদের আনন্দ-নৃত্যে সাবলীল দ্রুত ভঙ্গীমাঝে
প্রাণের প্রবাহখানি। নব নব সাজে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে দুলি' নাচে তা'রা, নাচে, নাচে, নাচে!

সে নৃত্যে আন্দোলি' উঠে মহাশূন্যে অণু-পরমাণু;
সে নৃত্যে প্রকাশবাণী প্রচারিছে শশীতারা-ভানু!
সে নৃত্যে উন্মাদ উল্কা ছুটে চলে অজানা-সন্ধানে
এক গতি, এক প্রাণ ল'য়ে। পথহীন নীরন্ধ্র আঁধারে
লঙ্ঘি' চলে ছায়াপথ তীব্রবেগে শূন্য-পরপারে;
তা'রপরে আপনার উত্তপ্ত প্রাণের অগ্নিবাণে
ধ্বংসনৃত্যে আপনারে ভস্ম করি' ফেলে একেবারে।
জ্যোতির্হীন গ্রহান্তরে শুষ্কবালু-মরুভূ-মাঝারে।

নাচে তা'রা নাচে ;
পলকে পলকে তাই ব্যাকুলিছে প্রাণসিন্ধু মোর প্রাণ-তটিনীর কাছে।
কি বাণী কহিবে সে যে, নাহি জানি, নাহি তা'র ভাষা!
উদ্দাম, উচ্ছল নৃত্যে আন্দোলিবে শূন্যতল,—এই ছিলো আশা।
আলোক-তরঙ্গে তাই রঙ্গে ভঙ্গে গতি আসে ছুটে।
সপ্তবর্ণ-ইন্দ্রধনু মহালোক-সিন্ধুপারে পড়িয়াছে লুটে।
গোপন নৃত্যের বাণী বনস্পতি করে জপ আপনার ধ্যানলোক-মাঝে।
ঋতুতে ঋতুতে তাই অরণ্য-দেবতা তা'রে লঘু-ঘন শ্যামপর্ণ-সাজে
নীরবে সাজায়ে তুলি' আপন প্রকাশ-মন্ত্র কহে তা'র কর্ণমূল-তলে।
অসীম নর্ত্তন-ছন্দে ধরিত্রী উঠিছে মাতি' মন্ত্র শুনি পলে, পলে, পলে ।

ধরণী জুড়িয়া এরা নাচে ;
সরস সুন্দর তনু দুলি' উঠে অবিরাম প্রাণপূর্ণ বিকাশ-লীলায়।
দুলে উঠে চন্দ্রহার। কটি-তটমালা নাচে। রূপ মাঝে রূপ মূরছায়।
কনকরতনকাঞ্চী রুণি' উঠে মুহুর্মুহু—কভু যায় দূরে, কভু কাছে।
ধরণী-নর্ত্তকী নাচে। চাহি' রহে লক্ষ নেত্র। নাচে এরা নাচে, নাচে, নাচে।

শত লক্ষ লৌহবাহু মেলি'
নগর-দানব নাচে কর্ম্মের গর্জ্জনক্ষুব্ধ পথে।
নাচে রথ। নাচে ধূলি। প্রাণের প্রচেষ্টা কোনোমতে
ব্যগ্রবাহু প্রয়োজনে আবরিয়া চলে। দূরে ফেলি'
পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ, বিপুল নর্ত্তন-ছন্দে স্বার্থনটী ধেয়ে চলে দূরে।
মৃত্যুর ভীষণরূপে কাঁদে পথ, উপপথ, ক্লান্ত, ব্যগ্র, ক্ষুধাদীর্ণ সুরে।

প্রকাশ-পশ্চাতে হেরি আনীল পিশঙ্গ জটাজাল,
ধূলিধূম্র রক্তনেত্র দণ্ডধর মরণ ভয়াল,
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঘোর কৃষ্ণ ব্যগ্র মেঘসম
চাহি' রহে দৃষ্টির অতীত শূন্যপানে। ভাবি মনে,
নৃত্য হেথা ছন্দোহীন। আর্ত্ত তীব্র ব্যাকুল চীৎকারে
বিশ্বের ধ্বংসের শিখা ভস্ম করে কমনীয়তম।
নিখিলের শ্মশান-প্রাঙ্গণে
ব্যর্থতার রুদ্র রূঢ় ব্যঙ্গ হাসি নৈশ অন্ধকারে
আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুতের কষার প্রহারে।

তবু, মৃত্যু ঘেরি' তা'রা নাচে।
অসীম রহস্যলোকে সীমার বাঁশরীধ্বনি উঠে।
মনে হয়, মৃত্যু নাহি। যা'রে হেরি, মৃত্যু সে ত নহে।
গম্ভীর আসন্ন ছায়া—নৃত্যছন্দে প্রাণে তা'র লুটে
ভাষাতীত স্বজন-প্রবাহ। অপার গাম্ভীর্য্যে সে যে বহে
ব্যাকুল, চটুল নৃত্য মেঘনার শান্তস্রোত সম।
জানি তা'রি মাঝে,
অনাদি নর্ত্তনভঙ্গী গোপনে গোপনে চলে। নাচে তা'রা, নাচে, নাচে, নাচে!

আজি হেরি নাচে তৃণ, নাচে তৃণফুল;
আপনার সৌগন্ধ-ব্যাকুল।
নাচে গুল্ম, নাচে তরু অপরূপ প্রাণ-স্রোত বহি'।
জীবস্রোতপ্রপীড়িতা মাতা বসুন্ধরা, মহানন্দে আজি হেরি নৃত্যগান গাহে।

অঞ্চল দুলিছে রহি' রহি'।
অদৃশ্যা কমলা নাচে, বিস্তারিতশ্যামল-অঞ্চলা।
নাচে সিন্ধু, ধরিত্রীর পদ-প্রান্তে বায়ুক্ষিপ্ত চ্যুতবাস সম।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, জীবন-প্রবাহ নাচে, নাচে সর্ব্বভোলা।
ফুৎকার-উৎক্ষেপে তা'র নাচে অণু, নাচে অণুতম।

এ নৃত্যে অর্পিলো মূর্ত্তি, কবি আজি ধ্যানলোকমাঝে।
গগন-ধরণী জুড়ি' নৃত্যময়ী হেরি আজি নাচে।
কমনীয় তনু তা'র নৃত্যের হিল্লোলভরে মুহুর্মুহু উঠে বিকম্পিয়া।
কাঁপি' উঠে লক্ষকোটি নর-নারী-হিয়া।
সৃজনের আদি হ'তে নব সৃষ্টিপ্রভাতের পারে,
সে বিশ্ব-নর্ত্তকী নাচে জরা-মৃত্যু দলি' পদভারে।
নূপুর-শিঞ্জনে তা'র বায়ুস্রোতে আসে ভাসি' তালে তালে সঙ্গীত অপার
মাতে অণু-পরমাণু বহি' নিজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাষাতীত মহানন্দ ভার।
লীলায়িত হস্তে তা'র সৃষ্টির কমল ফুটে; নেত্রে হেরি মহিমা বিরাজে—
দৃষ্টির অতীত নৃত্যে প্রশান্তি ব্যাকুলি' উঠে। বিশ্ব ঘেরি' নাচে,
সে যে নাচে, নাচে, নাচে!

রৌদ্র

ছায়া আসে ঘনতর হ'য়ে ; জাগো জাগো হে রুদ্র-সন্তান,
দীপ্ত তব প্রহরণ আনি' দৃঢ় পদে হও আগুয়ান্ !
তীব্র তব বেগময়ী বাণী দিকে দিকে দাও প্রসারিয়া।
ওষধির পত্রময়শাখে তরুশিরে পড়ুক আসিয়া।
বনচ্ছায়া ম্লানতর হ'লে স্নুসরল রশ্মিরেখাপাতে,
করো দূর তমোময়ী গ্লানি পরিপূর্ণ শান্তির প্রভাতে !

সূর্য্যসখ, ধীরে এস নামি' ধরণীর সভাগৃহতলে !
স্বর্ণচূড় মেরুশির 'পরে উষ্ণভাস, প্রদীপ্ত অনলে
পূত হবি-আহুতির লাগি' কল্যাণের ধ্রুব হাসি হেসে
উত্তরিয়া এস বীর আজি দীপ্ত দেব-সেনাপতি-বেশে !
উদয়ের তীর্থপদ হ'তে উষসীর মলিন আলোকে,
হে প্রমত্ত, সঞ্চরিয়া এস রশ্মি ব্যাপি' দ্যুলোকে ভূলোকে !

শূন্যপথে হও অগ্রসর জ্যোতির্ম্ময় কনক-কিরীটী,
মেঘলোকে উঠ ঝলসিয়া দগ্ধ করি' সর্ব্বলোক-দিঠি।
তা'র পরে এস ধীরে নামি' ধরিত্রীর মায়ালোক 'পরে !
তরুকুঞ্জে কন্দরের ছায়ে অন্ধকার যেথা থরে-থরে,
সেথা এস মৃদু হাসি হেসে পরিস্ফুট শুভ্রকুন্দোপম
করস্পর্শে দূর করি' দাও অবিচ্ছিন্ন বিমলিন তম।

জরা হ'তে ধরারে উদ্ধারি' প্রদানিলে নবীন যৌবন ;
শ্যামলতা সঁপি' দিলে তা'রে ; দূরে গেল অনন্ত ক্রন্দন।
তরু ঊর্দ্ধে মেলে তা'র শাখা ; ফুটে উঠে কোরক গোপন।
প্রাণে জাগে করম-প্রেরণা, রূপ ভাসে নয়ন-শোভন।
সৃজনের ইন্দ্রজালভার বহ' তুমি হাসিতে হাসিতে,
মরুভূর বক্ষ 'পরে রহ' অগ্নিবাণ হানিতে, নাশিতে।

তব ক্রোধে কাঁপি' উঠে ধরা, হে প্রখর, প্রদীপ্ত, ভীষণ,
মহানলে দগ্ধ হয় ভূমি ; কর দর্পে সাগর শোষণ।
ঘূর্ণীবায়ু জাগি' উঠে বেগে প্রলয়ের মত্ত অট্টোল্লাসে
হাহাকারে পূর্ণ করো দিশা, ভরে প্রাণ গভীর হুতাশে ।
একাধারে বিরাজিছ তুমি সুকোমল, কুলিশ-কঠোর,
বিধাতার বজ্রহস্ত তুমি, তুমি পুনঃ সৃষ্টিলীলাডোর।

ছেয়ে যায় দিশে দিশে যবে বন্ধহারা নীরন্ধ্র আঁধার,
হিমশীত নিঃস্ব পৃথ্বী ঘিরে জাগি' উঠে মত্ত হাহাকার,
বেদনার সদ্রুত নিঃশ্বাসে, অবিরাম মৃত্যুর লীলায়,
মহোদ্বেগে কাল যাপে ধরা প্রলয়ের তামসী নিশায়,
নিখিলের প্রার্থনার মাঝে সুবিপুল প্রাণ-স্পন্দমান,
ঘনতর বেদনার ছায়ে জাগো জাগো হে রুদ্র-সন্তান !

ব্রাহ্মণ

হোমশিখাপূত বনে প্রাণযজ্ঞে প্রদানি' আহুতি
হে ব্রাহ্মণ, উঠেছিলে জাগি' ।
নবীন তপস্যা তব স্বার্থরিক্ত মহান্ গৌরবে
ঋজু, শুভ্র জীবনেরে মাগি'
স্নেহে, প্রেমে, করুণায় সিক্ত করি' চিত্ততটভূমি
ঊর্দ্ধে তোমা' করিলো বহন।
আত্মার সে ধ্রুব স্থির মহীয়ান্ ধ্যানলোক-মাঝে
কবি তোমা' করে আবাহন।

চিরশান্ত সৌম্যবেশ ; সুপ্রসন্ন আনন তোমার
মহানন্দে প্রাণজ্যোতি বহি' ।
রাজারে করোনি ভয়। আপনি যে আপনার রাজা
স্বীয় চিত্তরাজ্যতলে রহি' ।
দুর্ব্বাসার বেশে যবে দম্ভ এলো ক্রোধ ল'য়ে সাথে
পরাশর নিয়ে এলো কাম,—
আয়োজন বৃথা সেথা ; হে দাম্ভিক, হে কামুক নর,
কবি তোমা করে না প্রণাম।

যেথা তুমি মৃদু হাসি' প্রাণ দিলে অপরের লাগি',
যেথা দিলে মহাস্বার্থবলি,
সেথায় অমর তুমি ;—কবি তোমা' করিছে প্রণতি
দিয়া পদে ভকতি-অঞ্জলি ।
যজ্ঞ যেথা প্রাণহীন, পশু যেথা আর্ত্তকণ্ঠরবে
শক্তিহীন মিনতি জানায়,
সেথায় চণ্ডাল তুমি । হে ব্রাহ্মণ, হে লোভী বিরাট !
গর্ব্ব তব খর্ব্ব সেথা হায় !

আজি এই নবযুগে হে ব্রাহ্মণ,উঠ উঠ জাগি'
সর্ব্ব ধর্ম্মবর্ণ-নির্বিশেষে,
আপন সাধনা-বলে তমোহীন শুভ্রতার লাগি'
করো তপ অমানিশাশেষে।
ব্রহ্মেরে জানিবে তুমি আপনার দীপশিখা জ্বালি'
জন্ম তব নহে অধিকার ;
আচারের দাস নহ' । গণ্ডী আজি মুছি' ফেলি' দাও
সাধনারে নম' বার-বার !

শক্তিহীন, ত্যাগহীন, মন্ত্রহীন জীবন তোমার,
ফেলি দাও পথধূলি 'পরে ।
মানুষের অধিকারে ফিরে এসো দাম্ভিকপ্রবর,
নবযুগ চাহিছে তোমারে ।
অধিকার নাহি যার, তবু বসি' নির্ব্বিচারে হায়
পদধূলি করেছ প্রদান !
আজি সেই অপমান তোমারে যে করিবে আঘাত
শির পাতি' লহ' প্রতিদান !

ব্রাহ্মণ উঠিছে হের, ধরণীর প্রতিগৃহ হ'তে
প্রতিভার অমল প্রভায়।
তোমার গণ্ডীর মাঝে আদর্শ সে বদ্ধ নহে, নহে—
মুক্ত সে যে বিহঙ্গম প্রায়!
বিশ্বেরে সে আমন্ত্রিছে আপনার যজ্ঞশালা-মাঝে,—
'তুমি আজি দিবে কোন্ দান!'
তপস্বী আসিছে কত; জ্ঞানী, প্রেমী আসে সারে সারে;
সেথা তব নাহি নাহি স্থান!

ব্রাহ্মণ উঠিছে জাগি' হেরিতেছি সম্মুখে আমার; -
নেত্রে তা'র বহ্নিশিখা জ্বলে।
জন্মে নহে, বংশে নহে—তপস্যায় অধিকার তা'র
আপনারে গড়িছে সবলে।
নবীন পূজারী সে যে—বিশ্ব ব্যাপি' চলিছে সবেগে
শান্ত সৌম্য পূর্ণ-মনস্কাম!
স্বার্থ ধীরে বিসর্জ্জিছে আদর্শের মহাস্রোত 'পরে
কবি তা'রে করি'ছে প্রণাম!

ধান্যমঞ্জরী

সুবর্ণ-সরোজাসীনা কমলার কম করপুটে,
সাগর-মন্থনদিনে ধীরে ধীরে উঠেছিলো ফুটে
বিশ্বের ভরসারূপে, ভবিষ্যের মহাসঞ্জীবনী,—
জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রিয়া কন্যা হরিৎবরণী,
স্বর্ণশীর্ষা ধান্যের মঞ্জরী।
সুরাসুর ধীরে নিলো বরি'
আপন আলয়-মাঝে মহোল্লাসে পৃথ্বী-দুহিতারে।
সঁপিলো আবাস তা'রে বিদূরিয়া কাননে-কান্তারে।

বারিধির বক্ষতলে সুনবীনা ধরা—
কিশোর বয়স তা'র সুবিপুল আকাঙ্খায় ভরা।
আন্দোলিছে বক্ষ তা'র নব নব সৃষ্টির হিল্লোলে।
মহাকলরোলে
সুমহান্ জীবস্রোত ধেয়ে আসে বাধাবন্ধহারা।
সংক্ষোভ বিরোধ বাজে। কাঁপি' উঠে গ্রহচন্দ্রতারা।

সে মহাসৃজনক্ষণে অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডারের লাগি'
ধীরে ধীরে বিধাতার বর নিলো মাগি'
ছিন্ন করি' ক্লেশজাল প্রশমিয়া ক্ষুধাতমোরাশি
হেসেছিলো সুশোভন হাসি
বিস্তীর্ণ প্রান্তরতলে সূর্য্য-করে পবনহিল্লোলে,
ধান্যের মঞ্জরীদল মহাধাত্রী বসুন্ধরা-কোলে!

সে হাসি আজিও তা'রা বিস্তারিছে দক্ষিণ পবনে;
তরঙ্গিত মহাশান্তি বিরাজিত ভুবন-প্রাঙ্গণে।

দ্বেষহিংসাকোলাহলে সভ্যতার আদিযুগ হ'তে
কমলার প্রিয়পাত্রী বিরাজিছে আজিও মরতে !
আজিও শরতে হেরি, তা'রি পাশে ফুটে কাশফুল।
ঘাট-মাঠ-পথ-বাট আজো তা'র সৌরভে আকুল !

চলিছে উৎসব।
আনন্দ ভবন-মাঝে নিশিদিন উঠে কলরব।
অন্ন দাও, অন্ন দাও ; জলে স্থলে তাই দিকে দিকে
চলিছে প্রচেষ্টা নানা। হেরি অনিমিখে
দুলিছে ধান্যের শীর্ষ বরাভয়া জননীর বেশে।
কৃষক গাহিছে গান। কণ্ঠ তা'র প্রান্তরের শেষে,
ধীরে ধীরে বায়ুভরে অতিদূরে মেশে একেবারে !

হে লক্ষ্মী, সঁপেছ তুমি মৌন অশ্রুধারে
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধান্যক্ষেত্রমাঝে।
তাই প্রাণে বাজে
বিশ্ব-সঙ্গীতের রেশ সন্তোষের সুবিচিত্র তালে।
মানবের ভালে
তাই ভাতে সুখরশ্মি ক্ষণিকের অতিথির মতো।
চক্ষে তা'র ভাসে জ্যোতি। বক্ষে আশা ধ্বনিছে সতত।

আজি দূর মাঠ-বাট ভরি'
ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা হেরিতেছি দিবস-শর্ব্বরী।
ভারতের নভতলে বহুদূর দৃষ্টি নাহি চলে ;
ঘনমেঘে বারি-পাতে আবরিছে শুধু পলে পলে।
দিগন্ত তিমিরাবৃতা। সন্ সন্ বহিছে পবন।
দুলি'ছে অঞ্চল তব সুবিস্তীর্ণ হরিৎ-কেতন।

হেরি পরপারে,
নির্ম্মল গগনতল। মেঘরাশি নাহি ভারে ভারে।
ধরণী পঙ্কিল নহে। নাহি সেথা মত্ত বারিধারা।
তেজস্বী ধরণীশিশু চূর্ণ করি' পাষাণের কারা
প্রবাহ আনিছে বহি' রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের 'পরে।
জড়তা নাহিক' আর। হেরি থরে থরে
বিরাজিছ তুমি দেবী, সুপ্রসন্না সন্তান-গৌরবে
বিজেতা তনয় তব ব্যাপে মহী সুগম্ভীর রবে।

হেরিনু চাহিয়া,
সুদূর প্রান্তর 'পরে স্নিগ্ধ করি' তনুমন-হিয়া
দক্ষিণপবনসাথে ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল।
পল্লবে চলিছে লীলা। শুভ্রধেনু চরিছে কেবল।
যেন হেরি মহাশান্তি স্তরে স্তরে করিছে বিরাজ।
স্তব্ধ, শান্ত বসুন্ধরা পরিয়াছে যেন শ্যাম সাজ!

ভাতিলো সম্মুখে সিন্ধু, অনন্ত উদার।
সংক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষ আন্দোলিয়া বিপুল, দুর্ব্বার
সাগর মন্থন করে পোতারোহী সার্থবাহদল।
কমলার করপুটে ধান্যশীর্ষ নাহিক' কেবল।
আছে তাঁ'র পদ্মহস্তে শ্রমিকের রক্ত-রাঙা ধন।
ধরার বিশাল বক্ষ তা'রি লাগি' করিছে খনন
ধনতৃষ্ণাভারাতুর।—রক্তশোষী নিশাচর প্রায়
স্তম্ভিত, ব্যথিত সৃষ্টি, রসধারা নীরবে শুকায়।

স্বার্থ জাগে, জাগে দ্বেষ, ধীরে ধীরে জাগে কোলাহল।
দক্ষিণ পবনে হেরি ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল!

উল্কা

নিশার বিশাল বক্ষ নিঃশব্দে ছিঁড়িয়া,
আকাশের প্রান্ত বিদারিয়া,
প্রিয় মোর, বন্ধু মোর, তুমি এস এই বক্ষ 'পরে !
হেথা থরে থরে,
সাজানো র'য়েছে তব শত আয়োজন।
তোমার বিদ্যুৎস্পর্শ চিরদিন পরম শোভন !

তোমা' লাগি' প্রিয়,
জ্বালায়ে রেখেছি বক্ষে স্বীয়
তীব্রতম যন্ত্রণার কালানল-শিখা !
দুখের এ রক্তটীকা
পরেছি ললাট-দেশে তোমার আসার পথ চাহি'।
আজি নাহি নাহি
সামান্য সন্দেহ-দ্বিধা অণুমাত্র জড়তার ভার।
মৃত্যুর গর্জ্জনে রোলে তব সাথে মিতালি আমার !

এ দেহ লুটা'য়ে যাক্ আঘাতে তোমার,—
এই বাণী, এই স্পর্শ, এই হাসি, এই চিন্তাভার
ধূলায় লুটায়ে যাক্ চক্ষের নিমেষে ;
তারপরে সুনির্ম্মল বেশে
জ্যোতির মুকুট পরি' তোমা' সাথে হবে আলাপন।
হৃদয়ে হৃদয়ে হ'বে অহর্নিশ মুগ্ধ দরশন !

———

মহাক্ষুধা

মহাক্ষুধা জাগে আজি প্রাণে,
জাগে দেহে, জাগে সবখানে।
এ রুদ্ধ দুয়ারে সে যে ঘন ঘন করে করাঘাত!
হেরি অকস্মাৎ,
ব্যক্তিরে সে আবরিয়া দেশে দেশে সমাজে সমাজে,
আপনার মহিমায় একছত্র রহে রাজ-সাজে।

নব নব প্রেরণার বলে,
মানুষ সৃজিছে যা'রে মাটির এ ধরণীর তলে,
আপনার রক্ত দিয়া, আপনার আশা ভাষা সঁপি',
কল্পনায় যা'র নাম জপি'
মানুষ আনিছে ডেকে আপনার দেহের দুয়ারে,
অলক্ষিতে চিরদিন জানি সে যে চাহিয়াছে তা'রে!
এই তা'র ক্ষুধা,—
এই তা'র চিরন্তনী সুধা!
জানি তা'রে করিছে আহ্বান!
দেশ হ'তে দেশান্তরে, মেরুশিরে এরি জয়গান!

কেহ তা'রে বলে আশা।
কেহ তা'রে কহে ভালোবাসা।
কেহ কহে জ্ঞান, প্রেম, কেহ কহে ধ্বংস সর্ব্বনাশা।
কেহ বা কল্যাণমূর্ত্তি হেরিতেছে সম্মুখে তাহার।
সে যে সত্য নগ্নরূপ এ বিশ্বের অনন্ত ক্ষুধার!

জানি, তা'রে জানি ;
আমারে সে দিলো প্রাণ। আমারে সে রূপ দিলো আনি'।
প্রথম আলোক-লিপিখানি
সে মোর ললাটে দিলো সৃজনের শুভক্ষণে টানি'।
তা'র পরে প্রতিদিন নব নব রূপে
তা'র সাথে হ'ল পরিচয়।
আপন কামনা-ধূপে
তাহারে সুরভি' তুলি' মানি মনে অপার বিস্ময়।
ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে ক্ষুধা তা'র বাণী মোরে কয়।

সভ্যতার সর্ব্বঋদ্ধিমূলে,
এই ক্ষুধা মহাদান দিলো তা'র তুলে।
মৈত্রেয়ীর মহাবাণী দিলো তাঁ'র অতৃপ্তির মাঝে।
দিলো বিশ্ব-সাধনার নব নব সাজে।
এলো কভু শুভ্রবেশ পরি'
সুকঠোর তপস্যায় আপনারে সর্ব্বরিক্ত করি' !
তারপরে বসন্তের দিনে
উমার মিলনে এলো আপনার পথ চি'নে চি'নে।
তবু সে রহিলো বসি' জাগি' !
যুগে যুগে প্রাণে প্রাণে তৃপ্তিহীন মহা-আশা মাগি'।

দিন চলি' যায়,
এই ক্ষুধা নাহি রহে অনায়াস অলস শয্যায়।
গতি তা'র বাড়ি' চলে নানা রূপে, নানা সভ্যতায়।
জাতিতে জাতিতে তা'র সুমহান্ ডঙ্কা বাজি' যায়।
উঠে ধীরে অনন্ত আহ্বান ;
দেশ হ'তে দেশান্তরে মেরুশিরে এরি জয়গান।

শেলি

কুয়াশায় ঢেকেছে আকাশ।
শীতের সুতীব্র রাত্রি; বহে তা'য় উত্তর-বাতাস!
পাণ্ডুর চাঁদের আলো স্বপ্নলোক এনেছে ধরায়;
দূরে শুনি নীড়হারা পাখী ডেকে যায়!
মরণের ছায়া যেন নয়নে ঘনায়;—
বিষাদের অভিসার। থেমে গেল হায়,
জ্যোতির উৎসব মোর হরষের বাণী!
অন্তর-আকাশ মাঝে বেদনার তীব্র রেখা টানি'
অপূর্ণ আশার পাখা মেলি'
আমার আঁখির আগে এলে তুমি—হেরিলাম শেলি!

তোমার মুরতি আমি হেরিলাম কবি,
তোমার এ ধরণীর ছবি
কোথায় লুকায়ে গেল আকাশের কুয়াশার গায়।
তা'রি মাঝে হেরি' দেখা যায়
অপূর্ব্ব পাণ্ডুর মূর্ত্তি, শীর্ণ দেহ, ব্যথা-ম্লান আঁখি
সুদূরের পানে চাহি' নিরাশায় নমে থাকি' থাকি'!
যেন কোন্ নাম-হারা নক্ষত্রের মাঝে
দৃষ্টি তা'র রত্ন লভিয়াছে!
যেন দূর ছায়া-পথ-পারে,
পেয়েছে সে, চেয়েছে যাহারে!

সারাদিন গাহি' যা'র গান,
সন্ধ্যায় সিন্ধুর নীরে পেলে যা'র পরম সন্ধান,
সেই প্রিয় মরণের সুশীতল স্নেহময় ছায়ে
আপনারে দিয়েছ বিলায়ে!
বিষণ্ণ মরণ তাই বিষাদের নব ব্যথাভারে,
পথে তা'র চলিতে যে নারে!
তাই তার দীর্ঘশ্বাসে নভে হেরি কুয়াশা ঘনায়।
তোমার বিশীর্ণ চাঁদ ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে চায়।
তব প্রিয়তমা নিশি আজি তাই ক্লান্তিভার বহি'
চাহে তব মুখপানে হে চিরবিরহী!

চির অমৃতের আশা, সুদূরের পানে চেয়ে-থাকা ;—
অপূর্ণ আশার ভারে প্রাণমন ঢাকা ;—
সারাটি জীবন ভরি' গ্লানিময় ব্যর্থতায় বহি'
প্রেমের বেদনাটিরে সহি'
রচিয়া কাব্যের মাঝে চির নব ইন্দ্রজাল-মায়া,
অপূর্ব্ব স্বপন-সাথে মিশাইয়া আপনার কায়া
সমাজের শাসনেরে ঘৃণা-ভরে দূরে দিয়া ঠেলি'
এ কি খেলা খেলিয়াছ শেলি!

পুরব-সাগরপ্রান্তে শতক্রোশ ব্যবধান ছাড়ি'
জীবন-সাধনা তব আজি দেয় পাড়ি!
উদ্দাম তোমার সুর ছেয়ে গেছে নবীন ভারতে।
প্রতি হিয়া-মাঝে তা'র পরতে পরতে
হয়ে গেছে সনাতন স্থান,
জগৎ গাহিছে কবি, আজি তব প্রিয় রুদ্র-গান।

কবি ভবভূতি

জাতূকর্ণীর অমর তনয়, সুদূর দিনের কবি,
ওগো ভবভূতি, বেদনা তোমার ফুটালো করুণ ছবি!
শ্যাম কান্তার-প্রান্তর-পারে ঘন নীল গিরিমায়া!—
তা'রি মাঝে কাঁদে মানব রাঘব। ঘনায় বিরহ-ছায়া!
অতি-মানুষের আনন এঁকেছ আতুর আঁখির জলে!
স্মৃতির সে ব্যথা-নিপীড়ন হেরি পঞ্চবটীর তলে!

নব শল্লকী-পল্লবদলে করি-করভক-সাথে,
কিশোরী বধূটি খেলিত তাহার কমল-কোরক-মাথে!
বনের চপল হরিণ-হরিণী লালিত সীতার করে।
সুখী শিখীদল-কলঝঙ্কারে তা'রি ভাষা মনে পড়ে।
হেরি সে দহনে কঠোর রাঘব সকলি গিয়াছে ভুলি'!
অতি-মানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ-কবির তুলি!

সুচির কোমল মানব-মরমে একটি রসের ধারা,
যুগ-যুগ ধরি' বহি' চলি যায়। দুই তীরে জাগে সাড়া।
কত গুঞ্জন, কত না ভাষণ ঘন আবর্ত্তে চলে ;
সে রস, গভীর চিরসুকরুণ উপজে অশ্রুজলে !
এ বাণী তোমার করেছ প্রচার—ধন্য ধরার ধূলি।
অতিমানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ কবির তুলি !

ললিত মধুর কবিতা তোমার, কভু গম্ভীর কায়া।
কভু নির্ঝর-ঝর-ঝর ভাষা, কভু বা বনের মায়া !
প্রেমিক-হৃদয়-জড়িত ব্যথারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া জাগে।
মরমে ধরিয়া শিশুর অমিয়া নব নব অনুরাগে !
প্রিয়ার লাবণি মূর্ত্তি ধরেছে ধ্যান-সুষমার মাঝে,
সংসার-পথে নব নব সুরে প্রেমের বীণাটি বাজে ।

সমাজে তোমার পাওনি আসন সুদূর দিনের কবি,
আজি মানুষের মরমে তোমার বেদনা ধরিছে ছবি,
নিরবধি কাল, পৃথ্বী বিপুল, সমানধর্ম্মা আসে ;—
অটুট সাধনা-শতদল তব কালের সাগরে ভাসে !

শরৎ-প্রশস্তি

শরতের জন্ম হেরি শ্রাবণের মরণ-শয্যায়
প্লাবন-পীড়ন-ক্ষণে। প্রভাতের সন্ধ্যার লীলায়
ধরিত্রীর নব অভিসারে।
আজি তা'রে
হেরি মুগ্ধ চোখে।
জলস্থল আবরিয়া নগ্ন শিশু প্লাবিত আলোকে,
কাশকুসুমের সমারোহে। হাসির আনন্দগান
দিগ্বিজয়ী বীরশিশু তীব্রবেগে করিছে সন্ধান
পূর্ণা তটিনীর পাশে পাশে। নর্ত্তনের তালে তালে
সৃষ্টির বিষাদভাতি মুহুর্মুহু জাগে তা'র ভালে
বিজয়ার অশ্রুর বাসরে।

তা'রি মতো মানব-অন্তরে
আজিকে ফেলিছ ছায়া,—নবমায়া হে চির নবীন,
বেদনা-পীড়ন-ক্ষণে। চিত্তউৎস-উৎসারিতরসে
সাজাইছ ভারতীরে আনন্দ-রভসে
বিচিত্র মাল্যের ভারে।

হেরি অনুদিন
যে গান গাহে নি কেহ, তা'রে তুমি সঞ্চারিছ প্রাণ।
ধূলায় মলিন বীণা কোলে টানি' করিছ সন্ধান
মূর্চ্ছিত সুরের বাণী। যা'রে কেহ কহে নাই কথা,
তাহারে আনিছ বুকে পূর্ণ করি সকল ব্যর্থতা!

শরতের দীপ্ত রৌদ্র, পাশে তা'র ছায়া গাঢ়তম।
ক্ষতির কণ্টক দলি' বিক্ষেপিয়া জীবনের তম
প্রসারিলে দৃষ্টি তব স্তব্ধ ঘন অন্ধকার-তলে
গ্লানির জীবনে যেথা অন্তরের দীপ্ত মণি জ্বলে
অধীর, ব্যাকুল লগ্নে। তা'রে হেরি এনেছ বাহিরে
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে—পুরাতন প্রাসাদ-কুটীরে
দিবার আলোক-তলে। ধূলি-ম্লান জীবনের বাণী
রেখেছ কৌস্তুভসম সযতনে বক্ষতলে আনি'!

আজিকে স্রষ্টারে তব নব সৃষ্টি-অর্ঘ্য-উপহারে
নীরবে পূজিছ কবি। জীবনের জয়টীকা বহি'
শরৎ নমিছে যথা মেদিনীর চরণের তলে,
পূর্ণতার বাণীটিরে রাখি' দিয়া মৃত্তিকা-অঞ্চলে
নবীন সৃজন-বেগে। অসঙ্কোচে সত্যবাণী কহি'
তোমার সৃষ্টির গান রাখি' দিলে রচনা-সম্ভারে।
কালের গভীর রন্ধ্র পূর্ণ করি অমর ভাষায়!
বেদনারে বাণী দাও নবোন্মেষ-দীপ্ত-প্রতিভায়।

হে চিরসুন্দর

হে চিরসুন্দর,
মানুষ চাহিছে তোমা' যুগ-যুগান্তর
আপনার জীবনের মাঝে।
সকল চেষ্টায় তা'র তুচ্ছতম কাজে,
তোমার ক্ষণিক স্পর্শ সে যে পেতে চায়—
না-পাওয়ার বেদনায় দিন তা'র ধীরে চ'লে যায়!

কুৎসিতের মহামেলা চলিয়াছে রাত্রি-দিন ধরি'!
হে সুন্দর, কবে তুমি আপনা পাসরি'
কাহারে পরশি' যাও, সে ত নাহি জানে।
সহসা ব্যাকুল বাণী জাগে তা'র প্রাণে;
ভাষা তা'র গুমরিয়া মরে।
না-বলার বেদনায় অশ্রু তা'র ধীরে পড়ে ঝ'রে।

হে পরশমণি,
তোমারে যে ভালোবাসে, তা'রে তুমি এখনো চেন'নি;
তুমি যা'রে চাও,
তা'রে তুমি সব দিয়ে যাও।
চাহ' না যে ফিরে,
ব্যর্থতা কোথায় কা'র বক্ষ বসি' চিরে।

অধরা, তোমার পিছে ভিখারী যে চলে নিশিদিন।
ছিন্ন তা'র হৃদয়ের বীণ।
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহতারা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ ;
আলো যে ফুরায়—
এ চলার শেষ নাহি হায়!

হে চিরসুন্দর,
রুদ্র জানি তব সাথী, ব্যথা জানি তব অনুচর ;
ক্লেশের কণ্টকপথ 'পরে
যাত্রীর চরণ রক্ত প'ড়ে যায় ঝ'রে।
জাতির কল্যাণপথে ধ্বংসে তুমি পাঠাও নীরবে।
তারপরে যবে,
ক্ষতির পাটল-পুষ্প ভক্ত তোমা' দেয় উপহার,
নির্দ্দয় তখনো তুমি অন্তরালে প্রসারি' আঁধার,
দুই পায়ে দলি' তারে যাও।
ফিরে নাহি চাও,
যা'রে তুমি ভালোবাস, তা'রে তব সকলি বিলাও!
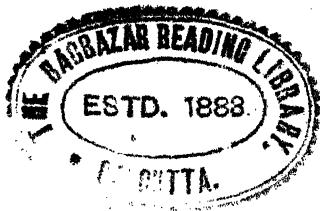
ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান্

শুভক্ষণে হে মহান্ কবি,
বসি' বসি' একরঙা ছবি
সাজাইলে মানবের মনের গুহায়!
প্রাণ দিলে, ভাষা দিলে তা'য়!

অপূর্ব্ব সে সাম্য-সাম, অপূর্ব্ব সে আনন্দের গীত!
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত!
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিলো বাজিয়া!
রহিয়া রহিয়া
প্রাণহীন দেশে তা'র আসিছে আভাস!
তাই মোরা পাই যে আশ্বাস!

তোমার সে গীত, যেন বহ্নিমুখে শিখার মতন,
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমূত-গর্জ্জন!
বিশ্বেরে জেনেছ সত্য নিজের স্বদেশ!
নাই হিংসা, নাই কোনো দ্বেষ—
অকাতরে কুণ্ঠাহীন, গাহিয়াছ শুধু সাম্যসাম।
হে গণ-তান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গো প্রণাম!
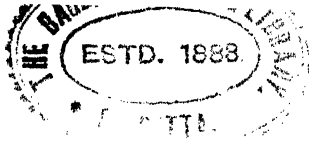
বৈজয়ন্তী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনে, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৫

বনান্ত-মর্ম্মর-গীতি গাহি' যায় চৈত্র-রাতি ;—উদাসিনী বিধুরা বধূটি !
যুগান্ত-স্বপ্নের ভাষা গুঞ্জরিয়া ফিরে যেন নির্ব্বাকের আবরণ টুটি'।
সে কহে, আমারি গান বৈশাখের উত্তরীয়-তলে,
বেলা-বন-মল্লিকার স্ফুট হাস্যে আপনি উথলে ;
প্রদোষের স্নিগ্ধতায়, কিশোর ঋষির কণ্ঠে, তমোহর নবতর বেশে,
উদাসিনী চৈত্ররাতি বেণুবন-পথে-পথে চলি' যায় বরষের শেষে !

আজি বন-ভবনের নারিকেল-কুঞ্জে-কুঞ্জে নবীন প্রভাত-আলো জাগে।
সে যেন দূরের পান্থ,—আশীর্ব্বাণী উচ্চারিছে সুকরুণ ভৈরবীর রাগে।
কহিল সে, আসি আমি বৈশাখ-সখার সাথে সাথে,
নবারুণ-বিকশিত লীলাপদ্ম আনি দু'টি হাতে।
চিক্কণ পল্লবছায়ে নত শ্যাম আম্রশাখে তাপসের বীণা তাই বাজে।
কিশোর বৈশাখ আসে নারিকেল-কুঞ্জে-কুঞ্জে আজি বনভবনের মাঝে।

তাই তা'র আবাহনী তরুণ কবির কণ্ঠে উদার উদাত্তসুরে ভাসে।
সুদূরের পান্থ-কবি বেদনা-তরণী বাহি' গঙ্গানীরে, শ্যাম বঙ্গবাসে।
প্রতিভা সঁপিলো তা'রে আপনার জয়মাল্যখানি।
অচ্ছোদ-সরসী হ'তে স্বজন কমল দিলো আনি'।
কহিল, তোমারে দিনু বিজয়ের রাজটীকা মরমী গো, হে কুশল কবি,
তোমার নবীনছন্দে নবতন স্বপ্ন জাগে। মূর্ত্তি ধরে প্রভাতী ভৈরবী।

বঙ্গের অঙ্গনতলে সেদিনের সুধাস্মৃতি ধূপসম সৌরভ-আতুর।
পাষাণ-বন্ধন-মাঝে সন্ধানী নির্ঝর-ধারা সে দিন-ও যে ব্যাকুল, বিধুর
গুহাশায়ী প্রহরার সে দিন-ও যে প্রাণ কম্পমান।
সে দিন-ও যে শিলা হ'য়ে গতি চায় নিষেধ-পাষাণ।
চূর্ণ করি' কারাজাল বাহিরিলো মহাস্রোত। তা'রি মাঝে হেরিনু তোমায়
বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রাণ মাল্যসম, গীতসম, ধূলিসম লুটাইতে চায়!

হেরিলাম তা'রো পরে দূরগামী ভাবস্রোত জটা হ'তে লভেছে জনম।
ভঙ্গে ভঙ্গে মহারঙ্গে জটিল আবর্ত্তে তাই নবোন্মেষ-উদ্বেল উদ্গম।
প্রাণের স্পন্দনে তা'র বাণী আনে স্বর্গের বিভাস—
উদাস গম্ভীর সুর, কভু শুনি প্রেম-মন্দ ভাষ!
নিত্য তবু নৃত্য তা'র দক্ষিণের ইসারায়। প্রাণময় তাহারি আহ্বান।
জীবন-মালঞ্চ ঘেরি' নিত্য জাগে জয়োল্লাস। পুষ্পময় মাধবী-বিতান!

কভু হেরি বটচ্ছায়ে ফসলক্ষেতের ধারে বৈরাগী সে ঝাঁঝরী বাজায়।
ব্যাকুল বাউল কভু নৃত্য করে ভাবাবেশে, একতারে গুঞ্জরিয়া যায়।
সারাটি গগন ঘেরি' রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্পন্দে সেই সুর।
রক্তিম পল্লব যেন বায়ু-স্রোতে কম্পন-বিধুর।
সারাটি অন্তরে মোর সে সঙ্গীত বাজি' যায় দিবসের প্রহরে প্রহরে।
নবীন ঋতুর পর্ণে বর্ণে বর্ণে বিভা তা'র অলক্ষ্যের ইঙ্গিতে মুঞ্জরে!

এ কী সৃষ্টি মধুময়ী ! এ কী গান উঠে বাজি' সুধাক্ষর মোহন বীণায় !
জীবনের অঙ্কে অঙ্কে মর্ম্মের অঙ্কুরগুলি রসধারে সঞ্জীবিতে চায়।
আরণ্য আনন্দ-ভাষা ঋষি যেন করে উচ্চারণ ;
সপ্তপর্ণছায়াতলে স্বপ্ন লভে রবির কিরণ।
তারপরে গুঞ্জরণ, কত মঞ্জু মুঞ্জরণ ; প্রভাতের স্বর্ণ-সিংহাসন,—
আলোক-উজ্জ্বল ; দিবা ইঙ্গিত-সঙ্গীতময়। প্রাণ-ময় বিচিত্র ভাষণ !

শতাব্দীর ব্যথাভার তোমার সৃষ্টিতে কবি, নিরন্তর উঠিছে উচ্ছলি,'—
শত বর্ষ-পরে কা'র ধ্যানস্তব্ধ চিত্তে তা'র বেদনা-বিভাটি উঠে ঝলি' !
সে কি গো বসিবে আসি' বসন্ত-বেলার অবসানে,
পরিণাম-রমণীয় দিনান্তের স্নিগ্ধ-গন্ধ-স্নানে,
অগুরু-ধূপের বাসে আকুলিবে কেশভার দক্ষিণের বাতায়ন-তলে !
লাজনতনেত্রে সে কি পড়িবে কবিতা তব ব্যথাসুখে ভাসি' অশ্রুজলে !

জানি সে করিবে পাঠ আনন্দ-উদ্বেল মনে। তাই উঠে প্রাণভরা গান।
জানি সে বাসিবে ভালো তোমারি সাধের স্বপ্ন। তাই জাগে আকুল আহ্বান !
সে দিন-ও এ আম্রবন অজানিত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে,
আতাম্র মুকুল দলে ভরি' দিবে সুরভি নিঃশ্বাসে !
সে দিন-ও কিশোর বন্ধু শালবীথিকার তলে অন্যমনে রহিবে উদাসী।
বিরাট পাষাণ-পুরে বধূর অন্তর জুড়ি' বাজিবে সে পল্লী-বল্লী-বাঁশী।

আষাঢ়ের মায়া রচি' অন্তর-গগনে মোর এলে তুমি, তাই শুধু জানি।
সে দিন বর্ষণ-সুখে পুলকিতা ধরণী সে নীপবনে ফুটায়েছে বাণী!
সে দিন আনিয়া দিলে উজ্জয়িনী-স্মৃতির সৌরভ।
কেয়া-গন্ধে মিশে যায় ভবন-শিখীর কেকারব।
তা'রি সাথে এলে তুমি। তাই শুধু জানি আর ভাবমুগ্ধ রহিনু নীরবে
কত-না শ্রাবণ-সন্ধ্যা হৃদয়ে ঘনায়ে এলো তন্দ্রাতুর গুরু-মেঘরবে।

শ্যাম-শ্রীর সমারোহে একদা প্রভাতে উঠি' হেরিলাম সবিস্ময়ে চাহি'।
কখন আসনে মোর এসেছ নীরব হাস্যে বিস্ময়ের সীমা নাহি নাহি।
ধরণীর প্রতি তৃণে আনন্দ-শিহর উঠে জাগি'।
প্রতিটি পল্লব মোর করের পরশ ফিরে মাগি'।
প্রাণের প্রবাহ-সাথে সেইক্ষণে পরিচয়। তা'রপরে অনুদিন ধরি'
তূর্ণগতি মুক্তধারা মিশে যায় প্রতিঘাতে পথে পথে জড়তা পাসরি'।

আমার এ মাল্যখানি তুলি' দিনু তব করে, আজিকার বৈশাখী প্রভাতে
আমার মর্ম্মের কথা তুমি শুনি' লও কবি অশথের মর্ম্মরের সাথে।
চম্পার কোরক জাগে বনতলে গন্ধ-সুষমায়,—
তা'রি স্বপ্ন হেরি বসি' পল্লীছায়ে লীলায় হেলায়।
তমালবনের পারে নীরবে ঘনায় ছায়া। তা'রি মায়া আনে মোহঘোর
সে ছন্দ-আনন্দ-গান প্রণতির সাথে লহ'। তা'রি সাথে লহ' চিত্ত মোর